Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ব্যবসা ও সুদ : ইসলামী দৃষ্টিকোন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Md Raihan Ali

রোলঃ 23090110159

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ব্যবসা ও সুদ : ইসলামী দৃষ্টিকোন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Md Raihan Ali

রোলঃ 23090110159

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ব্যবসা ও সুদ : ইসলামী দৃষ্টিকোন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Md Raihan Ali, আইডিঃ 23090110159 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ব্যবসা ও সুদ : ইসলামী দৃষ্টিকোন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Raihan

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Md Raihan Ali

আইডিঃ 23090110159

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা.....6

অধ্যায় ২: ব্যবসার ধারণা ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ.....11

অধ্যায় ৩ : সুদের ধারণা ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ.....17

অধ্যায় ৪: ব্যবসা ও সুদের পার্থক্য.....31

অধ্যায় ৫ — ইসলামে বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা.....47

অধ্যায় ৫: রেফারেন্স তালিকা.....57

অধ্যায় ৬: সুদের ক্ষতিকর প্রভাব.....58

অধ্যায় ৮: ইসলামী অর্থনীতির ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ মডেল.....62

অধ্যায় ৯ : উপসংহার ও সামগ্রিক বিশ্লেষণ.....67

অধ্যায় ৯ রেফারেন্স তালিকা.....71

অধ্যায় ১: ভূমিকা

১.১ বিষয় নির্বাচনের কারণ

ইসলামী অর্থনীতি একটি ন্যায়ভিত্তিক, ভারসাম্যপূর্ণ ও মানবকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এখানে সম্পদ সৃষ্টির প্রধান পথ হলো ব্যবসা, যেখানে পরিশ্রম, ঝুঁকি ভাগাভাগি, উৎপাদন এবং নৈতিকতা—এই চারটি মূলভিত্তি একে অপরকে সম্পূরক করে। অপরদিকে আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতি মূলত সুদনির্ভর একটি কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা পরিশ্রম নয়, বরং অর্থ থেকে অর্থ তৈরির ধারণার ওপর নির্ভরশীল। এই সুদ-নির্ভর প্রথায় ঝুঁকি থাকে ঋণগ্রহীতার ওপর, আর লাভ নিশ্চিত থাকে ঋণদাতার জন্য। ফলস্বরূপ সমাজে বৈষম্য বাড়ে, সম্পদ কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, আর দরিদ্ররা ক্রমাগত ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়।

"ব্যবসা ও সুদ: ইসলামী দৃষ্টিকোণ"—এই বিষয়টি নির্বাচন করার প্রধান কারণ হলো সমাজে সুদের ভয়াবহ পরিণতি এবং ব্যবসার প্রতি ইসলামের উৎসাহের কারণগুলো গভীরভাবে বোঝা। আধুনিক অর্থনীতির প্রতিটি সেক্টর—ব্যাংকিং, বিনিয়োগ, মাইক্রোফাইন্যান্স, আন্তর্জাতিক ঋণ, সরকারি বন্ড, ক্রেডিট কার্ড, লোন—সবকিছু সুদের জালে আবদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজের জন্য সুদের প্রকৃতি, ক্ষতি, এবং ইসলামী বিকল্প ব্যবস্থার গভীর ধারণা অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুফতি তাকি উসমানী লিখেছেন—
"Trade and industry are encouraged in Islam because they involve real economic activity, while interest deals only with money and leads to exploitation."
(An Introduction to Islamic Finance, Chapter 1)

'ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায়নীতি' গ্রন্থে বলা হয়েছে—
"ইসলামী অর্থনীতি পরিশ্রম, ঝুঁকি এবং নৈতিকতার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। সুদ এই তিনটি ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয় এবং সমাজে অন্যায় বণ্টন সৃষ্টি করে।"
এই গবেষণা নির্বাচনের পেছনে আরও একটি দূরদর্শী কারন রয়েছে— মুসলিম সমাজ যদি ইসলামের নির্দেশিত অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করতে পারে, তবে

সমাজে ন্যায়, আস্থা, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধি অর্জন সহজতর হয়। ব্যবসা ইসলামি দৃষ্টিতে এমন একটি পেশা, যাতে রয়েছে দুনিয়াবী উন্নতি ও আখিরাতের সওয়াব—আর সুদ রয়েছে মানবশোষণ, নৈতিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি। তাই বিষয়টি নির্বাচন করা হয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয়, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অনুসন্ধান হিসেবে।

১.২ আধুনিক অর্থনীতিতে ব্যবসা ও সুদের ভূমিকা

আজকের বিশ্বে সুদ অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু। ব্যাংক ঋণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সরকারি ঋণ, কর্পোরেট ফাইন্যান্স—সবক্ষেত্রে সুদ একটি অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। এই সুদনির্ভর ব্যবস্থা ব্যবসাকে প্রতিস্থাপন করে একটি কৃত্রিম আর্থিক কাঠামো তৈরি করেছে, যেখানে প্রকৃত উৎপাদনের চেয়ে মুনাফা অর্জনের সহজ পথই মানুষের কাছে বেশি আকর্ষণীয়।

কোরআন সুদ সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর নির্দেশ দিয়েছে—

সূরা আল-বাকারা — আয়াত ২:২৭৫

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

বাংলা অনুবাদ:

“যারা সুদ খায়, তারা দাঁড়াবে না সেই ব্যক্তির মতো— যাকে শয়তান স্পর্শ করে উন্মাদ করে দেয়। তারা বলে: ‘ব্যবসা তো সুদের মতোই।’ অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।”

উদ্ধৃত অংশ:

(আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন।)

রেফারেন্স: আল-বাকারা ২:২৭৫

সুদ ব্যবসার মতো নয়— ব্যবসায় ঝুঁকি থাকে, পরিশ্রম থাকে, পণ্য থাকে, ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতি থাকে। কিন্তু সুদে থাকে কেবল অর্থের ওপর অন্যায় দাবি, কোনো

বাস্তব উৎপাদন ছাড়াই। ফলে সুদ সমাজে দারিদ্র্য বাড়ায়, কর্মসংস্থান কমায় এবং সম্পদকে এক শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত করে।

ব্যবসা উৎপাদন সৃষ্টি করে, কর্মসংস্থান বাড়ায়, বাজারকে সক্রিয় রাখে। তাই ইসলাম ব্যবসাকে উৎসাহিত করেছে—
"Allah has permitted trade" (বাণিজ্য আল্লাহ্ বৈধ করেছেন)।
কিন্তু সুদ সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

১.৩ ইসলাম কেন সুদ নিষিদ্ধ করেছে

ইসলাম ন্যায়, সমতা এবং মানবকল্যাণের ওপর ভিত্তি করে এক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে। সুদ এই সবকিছুর বিপরীত। সুদে একজন ব্যক্তি ঝুঁকি ছাড়াই লাভবান হয় এবং অপরজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে সৃষ্টি হয় বৈষম্য, শোষণ, দারিদ্র্য এবং হতাশা।
সুদ সম্পর্কে কোরআনের সবচেয়ে কঠোর সতর্কতা—
সূরা আল-বাকারা — আয়াত ২:২৭৯

﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ ﴾

বাংলা অনুবাদ:
"তোমরা যদি সুদ ত্যাগ না কর— তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।"

উদ্ধৃত অংশ:
(আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা।)
রেফারেন্স: আল-বাকারা ২:২৭৯

এটি প্রমাণ করে যে সুদ কোনো সাধারণ পাপ নয়— এটি এমন একটি অপরাধ যা আল্লাহ্র সরাসরি ঘোষিত যুদ্ধের সমতুল্য।

হাদীসে এসেছে—
সহীহ মুসলিম — হাদীস ১৫৯৮

“সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, সুদের দলিল-লেখক এবং সাক্ষী— তারা সবাই সমান অপরাধী।”
(Sunnah.com)

ইসলাম সুদের পরিবর্তে ন্যায্য অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসায়িক মডেল দিয়েছে—
মুদারাবা, মুশারাকা, ইজারা, মুরাবাহা, সালাম, ইস্তিসনা—
যেখানে লাভ-ক্ষতি ন্যায্যভাবে বণ্টিত হয়।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো সুদ–নির্ভর আধুনিক অর্থনীতি এবং ইসলামি অর্থনৈতিক নীতির মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য বিশ্লেষণ করা। ইসলামী অর্থনীতি মূলত মানবকল্যাণ, ন্যায়বোধ, স্বচ্ছতা, ঝুঁকি ভাগাভাগি এবং উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছে; অপরদিকে সুদ–ভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঝুঁকিহীন মুনাফা, শোষণ, বৈষম্য এবং সম্পদের কৃত্রিম প্রবাহের উপর। এই গবেষণা আধুনিক বিশ্বে সুদে পরিপূর্ণ আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষতিকর প্রভাবগুলো প্রকাশ করবে এবং ইসলামী বিকল্প ব্যবস্থার কার্যকারিতা প্রমাণ করবে।

এ গবেষণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কোরআন ও হাদীসে সুদের নিষেধাজ্ঞা ধাপে ধাপে কীভাবে এসেছে এবং এর সামাজিক–নৈতিক ভিত্তি কী— তা একটি সুসংহত কাঠামোয় উপস্থাপন করা। এছাড়া আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুদের প্রভাব, ব্যক্তি–পরিবার–সমাজে সুদের নেতিবাচক কার্যকারিতা, এবং সমগ্র বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ঋণ–ফাঁদের ভূমিকাও আলোচিত হবে।

গবেষণাটি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়, কারণ আধুনিক মুসলিম সমাজের বেশিরভাগই পশ্চিমা সুদ–নির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত, অথচ তারা ইসলামের অর্থনৈতিক নীতি থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। তাই এই গবেষণা ইসলামী নৈতিকতা, অর্থনৈতিক ন্যায় এবং আধুনিক চ্যালেঞ্জের সমন্বিত মূল্যায়ন হিসেবে অপরিহার্য।

১.৫ ব্যবহৃত প্রধান সাহিত্য ও গ্রন্থসমূহ

এই গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে কোরআন, সহীহ হাদীস, এবং ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লেখকদের গ্রন্থসমূহ। কোরআনের আয়াতগুলো আরবি মূল, বাংলা অনুবাদ ও উদ্ধৃত অংশসহ সর্বোচ্চ নির্ভুলতার সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে। সহীহ মুসলিম ও সহীহ বুখারীর হাদীসগুলো Sunnah.com ভিত্তিক সঠিক হাদীস নম্বরসহ ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রধান গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে—

Mufti Muhammad Taqi Usmani-এর *An Introduction to Islamic Finance*, যা ইসলামী ফাইন্যান্সের আধুনিক ব্যবহার, অংশীদারিত্বের নীতিমালা এবং সুদের নিষেধাজ্ঞার যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ প্রদান করে।

আর রিবা গ্রন্থে রিবার ভাষাগত, ফিকহি ও অর্থনৈতিক সংজ্ঞা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামোকে শক্তিশালী করেছে।

ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায়নীতি গ্রন্থে আধুনিক সুদনির্ভর অর্থনীতির ক্ষতি, বৈষম্য এবং নৈতিক সঙ্কটগুলো বিশদভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

ইসলাম ও পারিবারিক জীবন গ্রন্থটি নৈতিকতা, হালাল উপার্জন ও দায়িত্ববোধের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে ইসলামী অর্থনীতির নৈতিক মাত্রাকে আরও পরিপূর্ণ করেছে।

রেফারেন্স তালিকা

১. Mufti Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, Chapters 1–2.

২. আর রিবা, পৃষ্ঠা ১২, অধ্যায়: রিবার সংজ্ঞা।

৩. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায়নীতি, অধ্যায়: ইসলামী অর্থনীতির নৈতিক ভিত্তি।

৪. ইসলাম ও পারিবারিক জীবন, অধ্যায়: হালাল জীবিকা ও দায়িত্ব।

৫. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২:২৭৫–২৭৯।

৬. সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৫৯৮ (Sunnah.com)।

অধ্যায় ২: ব্যবসার ধারণা ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ

২.১ ব্যবসার সংজ্ঞা ও মৌলিক ধারণা

ব্যবসা বা তিজারাহ (تجارة) মানব জীবনের একটি মৌলিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম। শব্দগত দিক থেকে তিজারাহ অর্থ "বিনিময়", "লেনদেন" বা "ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভ অর্জন"। ইসলামী পরিভাষায় ব্যবসা হলো এমন বৈধ লেনদেন— যেখানে পক্ষদ্বয়ের মুক্ত সম্মতির ভিত্তিতে কোনো পণ্য বা সেবা বিনিময় হয়, এবং লাভ আসে বাস্তব পণ্য ও পরিশ্রমের মাধ্যমে। ব্যবসার মূলভিত্তি হলো ন্যায়, স্বচ্ছতা, সততা এবং পারস্পরিক উপকার।

ইসলাম ব্যবসাকে শুধু অর্থনৈতিক বিষয় হিসেবে নয়, বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করে। ব্যবসার মাধ্যমে মানুষ যেমন জীবিকা অর্জন করে, তেমনি সমাজে সম্পদ প্রবাহিত হয়, বাজার সক্রিয় থাকে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। তাই ব্যবসা ইসলামে একটি সম্মানিত ও উৎসাহিত কর্মকাণ্ড।

মুফতি তাকি উসমানী ব্যবসা সম্পর্কে লিখেছেন—

"Trade is a lawful exchange of goods or services between two parties based on mutual consent and fairness."

(An Introduction to Islamic Finance, Chapter 1)

এই সংজ্ঞা প্রমাণ করে যে ব্যবসা শুধু ক্রয়-বিক্রয় নয়; বরং এটি ন্যায়ভিত্তিক সামাজিক দায়িত্বের একটি অংশ।

২.২ ইসলামে ব্যবসার স্থান ও গুরুত্ব

ইসলাম মানুষের জীবিকা অর্জনে ব্যবসাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছে। নবী করিম ﷺ বিভিন্ন হাদীসে ব্যবসা ও বাণিজ্যকে উৎসাহিত করেছেন, এবং সততা বজায় রেখে ব্যবসা করার জন্য বিশেষ ফজিলত ঘোষণা করেছেন।

কোরআনে আল্লাহ বলেন—

সূরা আল-জুমু'আ — আয়াত ৬২:১০

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾

বাংলা অনুবাদ:

“যখন নামাজ শেষ হবে, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো।”

উদ্ধৃত অংশ:
আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো (অর্থাৎ বৈধ ব্যবসা ও শ্রম।)
রেফারেন্স: আল-জুমু‘আ ৬২:১০
এই আয়াত প্রমাণ করে— নামাজ শেষে বৈধ জীবিকা অনুসন্ধান করা ইবাদতেরই অংশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
জামে আত–তিরমিজি — হাদীস ১২০৯

Arabic:
«التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ»

বাংলা অনুবাদ:
“সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিনে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সঙ্গে থাকবে।”
উদ্ধৃত অংশ:
রেফারেন্স: জামি’ আত–তিরমিজি ১২০৯ (Sunnah.com)

এতে স্পষ্ট— ব্যবসা শুধু জীবিকা নয়; বরং নৈতিকতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে করলে এটি আখিরাতের সওয়াবেরও কারণ।

২.৩ হালাল ও হারাম ব্যবসার মূলভিত্তি

ইসলামে কোন ব্যবসা হালাল এবং কোনটি হারাম— তার মৌলিক মাপকাঠি হলো ন্যায়, সততা, প্রতারণামুক্ত লেনদেন এবং শরীয়াহসম্মত পণ্যের বেচাকেনা।
কোরআনে আল্লাহ বলেন—
সূরা আন-নিসা — আয়াত ৪:২৯
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾

বাংলা অনুবাদ:
“হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না— কিন্তু পরস্পরের সম্মতিতে বৈধ ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করতে পারো)।”

উদ্ধৃত অংশ:
পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসা।
রেফারেন্স: আন-নিসা ৪:২৯

এ আয়াত প্রমাণ করে—
ব্যবসা তখনই বৈধ, যখন তা অন্যায়হীন, স্বচ্ছ, সম্মতিসাপেক্ষ এবং প্রতারণামুক্ত।

নবী ﷺ ব্যবসায় প্রতারণা ও ধোঁকাবাজী সম্পর্কে কঠোর সতর্কতা দিয়েছেন—
সহীহ মুসলিম — হাদীস ১০১
Arabic:
« مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا »
বাংলা অনুবাদ:
“যে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”
উদ্ধৃত অংশ:
সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।
রেফারেন্স: সহীহ মুসলিম ১০১ (Sunnah.com)

ইসলামী ব্যবসার মূলভিত্তি হলো সততা, ন্যায়, স্বচ্ছতা এবং সমাজকল্যাণ।

২.৪ ব্যবসার নৈতিকতা ও ইসলামী নীতিমালা

ইসলামে ব্যবসা কেবল পণ্য বিক্রি নয়— এটি নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি দায়িত্ব। সততা, আমানতদারি, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, প্রতারণামুক্ত বেচাকেনা, বাজারে সুষ্ঠু আচরণ—
গুলো ছাড়া কোনো ব্যবসাই ইসলামী মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য নয়।
ব্যবসায় নৈতিকতা ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাণ।

কারণ নৈতিক ব্যবসা সমাজে আস্থা সৃষ্টি করে, ওজন–পরিমাপ সঠিক রাখে, লেনদেনকে সহজ করে এবং মানুষের হৃদয়ে শান্তি আনে।

মুফতি তাকি উসমানী লিখেছেন—
"Honesty and transparency are the backbone of Islamic trade ethics. Without these values, business becomes a form of exploitation."
(An Introduction to Islamic Finance, Chapter 3)
ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায়নীতি গ্রন্থে বলা হয়েছে—
"ইসলামী ব্যবসা এমন নৈতিকতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে লাভের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ, মানবিকতা ও পরিশ্রমকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।"

২.৫ নবী করিম ﷺ–এর ব্যবসায়িক জীবন: আদর্শ মডেল
নবী ﷺ তাঁর যুবক বয়সেই বাণিজ্যে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে তিনি অর্জন করেছিলেন—
•সততা
•বিশ্বস্ততা
•আল-আমিন (অত্যন্ত বিশ্বস্ত) উপাধি

তিনি কখনো পণ্যের ত্রুটি গোপন করতেন না, ক্রেতাকে প্রতারণা করতেন না, লাভ করতে গিয়ে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করতেন না।

রাসূল ﷺ বলেছেন—
সহীহ বুখারী — হাদীস ২০৭৯

Arabic:
«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا»
বাংলা অনুবাদ:
"বিক্রেতা ও ক্রেতার উভয়েরই বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে ফেরত দেওয়ার অধিকার রয়েছে। তারা যদি সত্যবাদী হয় এবং পণ্যের ত্রুটি প্রকাশ করে, তবে তাদের বেচাকেনায় বরকত দেওয়া হয়।"
উদ্ধৃত অংশ:

তাদের বেচাকেনায় বরকত দেওয়া হয়।
রেফারেন্স: সহীহ বুখারী ২০৭৯ (Sunnah.com)

এই হাদীস প্রমাণ করে—
ব্যবসায় সততা রাখলে বরকত আসে, আর প্রতারণা করলে বরকত নষ্ট হয়।

২.৬ ব্যবসা ও সমাজকল্যাণ

ব্যবসা সমাজে শুধু সম্পদ সৃষ্টি করে না— বরং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করে।
বসা এমন একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, যা—
• কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে
• বাজার সক্রিয় রাখে
• সম্পদ সুষমভাবে বণ্টন করে
• দরিদ্রের উন্নতিতে ভূমিকা রাখে
• সমাজে আর্থিক স্থিতিশীলতা আনে
ইসলাম ব্যবসাকে উৎসাহিত করেছে কারণ ব্যবসা সমাজে উৎপাদন বাড়ায়, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করে এবং মানবসমাজকে স্বনির্ভর করে তোলে।

২.৭ উপসংহার

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা কেবল জীবিকার উপায় নয়— এটি ন্যায়, সততা, স্বচ্ছতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি কল্যাণকর ব্যবস্থা। ব্যবসার মাধ্যমে সমাজে সম্পদ সঞ্চালিত হয়, কর্মসংস্থান বাড়ে, মানুষের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি হয় এবং বৈধ উপার্জন মানুষের ইমানকে শক্তিশালী করে। এর বিপরীতে সুদ মানুষের নৈতিকতা নষ্ট করে, সম্পদকে একপক্ষের হাতে কেন্দ্রীভূত করে এবং সমাজে বিভাজন ও বৈষম্য সৃষ্টি করে। তাই ইসলাম ব্যবসাকে উৎসাহিত করেছে এবং সুদকে নিষিদ্ধ করেছে।

রেফারেন্স তালিকা

১. Mufti Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, Chapters 1, 3.

২. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায়নীতি, অধ্যায়: ইসলামী ব্যবসায় নীতি।

৩. ইসলাম ও পারিবারিক জীবন, অধ্যায়: হালাল জীবিকা ও দায়িত্ব।

৪. আল-কুরআন, সূরা আল-জুমু'আ ৬২:১০; সূরা আন-নিসা ৪:২৯।

৫. জামি' আত-তিরমিজি, হাদীস ১২০৯ (Sunnah.com)।

৬. সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০১ (Sunnah.com)।

৭. সহীহ বুখারী, হাদীস ২০৭৯ (Sunnah.com)।

অধ্যায় ৩ : সুদের ধারণা ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ

৩.১ সুদের সংজ্ঞা ও মৌলিক ধারণা

"সুদ" শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হলো রিবা (رِبَا)। শব্দগত অর্থ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া, উঁচু হওয়া বা অতিরিক্ত লাভ। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় রিবা বা সুদ হলো— ঋণ অথবা সমজাতীয় পণ্যের বিনিময়ে মূলধনের অতিরিক্ত যেকোনো অর্থ, যা অন্যায়ভাবে আদায় করা হয় এবং যার পিছনে কোনো শ্রম, ঝুঁকি বা উৎপাদন নেই। সুদ হলো এক ধরনের পরিশ্রমবিহীন অতিরিক্ত দাবি, যা একজন মানুষকে অন্যের ওপর শোষণের সুযোগ দেয় এবং অন্যায্য অর্থসংগ্রহকে বৈধ মনে করায়। এ কারণেই ইসলাম সুদকে সম্পূর্ণ haram ঘোষণা করেছে।

মুফতি তাকি উসমানী লিখেছেন—
"Riba means an excess over and above the principal amount in a loan or exchange transaction—an excess which is taken without any counter-value, and which leads to injustice."
(An Introduction to Islamic Finance, Chapter 2)

'আর রিবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে—
"ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে রিবা হলো অতিরিক্ত লাভ, যা বিনিময় ছাড়া আদায় করা হয়। অর্থাৎ, যে পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছে তার ঊর্ধ্বে যেকোনো পূর্বনির্ধারিত বৃদ্ধি—এটাই রিবা।"
(আর রিবা, পৃষ্ঠা ১২)

এই সংজ্ঞাগুলো প্রমাণ করে যে রিবা বা সুদ হলো এমন অর্থনৈতিক প্রথা, যা মানুষের শ্রম, ঝুঁকি ও ন্যায্যতা—এই তিন ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়।

৩.২ কুরআনে সুদের অবস্থান

সুদের বিষয়ে কুরআন অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছে। সুদকে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন সমাজবিনাশী এবং মানবতার পরিপন্থী একটি প্রথা হিসেবে। সবচেয়ে

ব্যাপকভাবে আলোচিত আয়াত হলো সূরা আল-বাকারা ২:২৭৫—২৭৯, যেখানে সুদের প্রকৃতি, ক্ষতি এবং শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

সূরা আল-বাকারা — আয়াত ২:২৭৫

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

বাংলা অনুবাদ:

"যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতের দিনে দাঁড়াতে পারবে না, শুধু সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে—যাকে শয়তান স্পর্শ করে উন্মাদ করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এ যে, তারা বলে: 'বেচাকেনা তো সুদের মতোই'। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"

উদ্ধৃত অংশ:

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন।

রেফারেন্স: আল-বাকারা ২:২৭৫

এই আয়াতে সুদ ও ব্যবসার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট করা হয়েছে। ব্যবসা বাস্তব উৎপাদন তৈরি করে, আর সুদ কেবল অর্থকে শোষণের অস্ত্রে পরিণত করে।

সূরা আল-বাকারা — আয়াত ২:২৭৬

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾

বাংলা অনুবাদ:

"আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন।"

উদ্ধৃত অংশ:

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন।

রেফারেন্স: আল-বাকারা ২:২৭৬

অর্থাৎ, সুদের আয় দেখতে বড় মনে হলেও সেটি আসলে বরকতশূন্য, ধ্বংসাত্মক এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

সূরা আল-বাকারা — আয়াত ২:২৭৮–২৭৯

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾
﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾

বাংলা অনুবাদ:
"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে তা ত্যাগ করো— যদি তোমরা সত্যিই মুমিন হও। আর যদি তোমরা তা না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শোনো।"

উদ্ধৃত অংশ:
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ।
রেফারেন্স: আল-বাকারা ২:২৭৮–২৭৯

কোনো গুনাহের বিষয়ে কুরআনে এমন কঠোর ভাষা আর কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। এটি সুদের ভয়াবহতা প্রকাশ করে।

৩.৩ হাদীসে সুদের ভয়াবহতা ও কঠোর নিষেধাজ্ঞা

ইসলামী শরীয়তে সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে কুরআনের পাশাপাশি হাদীসেও অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু সুদ গ্রহণকারীকে নয়, সুদের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে সমানভাবে গুনাহে দায়ী করেছেন। কোনো গুনাহের ক্ষেত্রে একসঙ্গে পাঁচ শ্রেণিকে অভিশাপ করার ঘটনা সুদ ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না— যা সুদের ভয়াবহতা ও বিপদের বার্তা বহন করে।

সহীহ মুসলিম — হাদীস ১৫৯৮

Arabic:

»لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ«

বাংলা অনুবাদ:

"নবী ﷺ সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, দলিল লেখক এবং সাক্ষী— এ চারজনের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: *তারা সবাই (গুনাহের দিক থেকে) সমান।*"

উদ্ধৃত অংশ:

"তারা সবাই সমান।"

এই হাদীসের গভীরতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—

(১) সুদ গ্রহণকারী ও প্রদানকারী— উভয়ই সমান গুনাহগার

কারণ সুদের প্রথাকে বাঁচিয়ে রাখার মূল শক্তিই হলো দু'পক্ষের সম্মতি। যদি মানুষ সুদ প্রদান করা বন্ধ করে দেয়, সুদ গ্রহণকারী কখনোই সুদ আদায় করতে পারবে না। তাই রাসূল ﷺ দুই পক্ষকেই সমান অপরাধী বলেছেন।

(২) লেখক ও সাক্ষীকেও গুনাহে দায়ী বলা হয়েছে

এটি ইসলামী ফিকহে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রতিষ্ঠা করে—

যেকোনো গুনাহকে বৈধতা দিতে যে ব্যক্তি ভূমিকা রাখে, সেও গুনাহে অংশীদার। সুদী চুক্তির লেখক যদি না থাকে, সুদী দলিল তৈরি করা সম্ভব না; সাক্ষী না থাকলে লেনদেন বৈধতা পায় না। তাই রাসূল ﷺ পুরো কাঠামোটিকে অপরাধের অংশ ঘোষণা করেছেন।

(৩) "লানত" শব্দ ব্যবহারের অর্থ

হাদীসে এসেছে— "لَعَنَ رسول الله ﷺ" — "নবী ﷺ লানত করেছেন।"

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী লানত অর্থ—

রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া, আল্লাহর বিশেষ করুণা থেকে দূরে সরে যাওয়া। অত্যন্ত বড় অপরাধ ছাড়া কোনো আমলের ক্ষেত্রে "লানত" শব্দ ব্যবহার করা হয় না। যেমন—ব্যভিচার, চুরি, মদ্যপান ইত্যাদি বড় গুনাহের ক্ষেত্রে।

সুতরাং সুদ এমন একটি অপরাধ, যা সরাসরি আল্লাহর অভিশাপকে আহ্বান করে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ হাদীস — সুদকে মহাপাপ হিসেবে ঘোষণা
সহীহ মুসলিম — আরেক বর্ণনা

Arabic:
«دِرْهَمٌ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ رِبًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زِنْيًا»

বাংলা অনুবাদ:
"যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে এক দিরহাম সুদ গ্রহণ করে, তার এই গুনাহ ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও বড়।"
(সহীহ মুসলিম — রিবা অধ্যায় থেকে)

এই হাদীস ইসলামে সুদের ভয়াবহতা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে। ব্যভিচার ইসলামের দৃষ্টিতে বড় গুনাহ; অথচ সুদ তার থেকেও ভয়াবহ বলা হয়েছে। কারণ সুদ সমাজের নৈতিকতা, অর্থনীতি, মানবিকতা— সবকিছুকে ধ্বংস করে দেয়।

আরেক হাদীস — সপ্তসমাজবিধ্বংসী বড় গুনাহ
সহীহ বুখারী — হাদীস ২৭৬৬

Arabic:
«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» ...

তার মধ্যে একটি:

«أَكْلُ الرِّبَا»

বাংলা অনুবাদ:
"তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক (সমাজবিধ্বংসী) গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো..."
এর একটি হলো—
"সুদ খাওয়া।"

ইমাম নওয়াবী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—
“মুবিকাত” অর্থ এমন অপরাধ যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেয়।

হাদীসসমূহের সামগ্রিক বিশ্লেষণ
উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট যে ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ শুধু অর্থনৈতিক নয়; বরং এটি—

(১) সামাজিক অপরাধ
কারণ সুদ বৈষম্য সৃষ্টি করে, দরিদ্রকে চিরদরিদ্র করে রাখে।
(২) নৈতিক অপরাধ
কারণ এটি লোভ, স্বার্থপরতা, মানবিকতার অবক্ষয় সৃষ্টি করে।
(৩) আধ্যাত্মিক অপরাধ
কারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সুদের সঙ্গে সম্পৃক্তদের ওপর লানত করেছেন।
(৪) কাঠামোগত অপরাধ
কারণ সুদ শুধু গ্রহণকারী নয়—
প্রদানকারী, লেখক, সাক্ষী—
এমনকি এই পুরো কাঠামোকে সক্রিয় রাখা প্রতিটি অংশই গুনাহের অংশীদার।
(৫) মানব সভ্যতার জন্য হুমকি
সুদ ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনী শ্রেণি ঝুঁকিমুক্ত আয় পায় আর দরিদ্র চিরতরে দাসত্বে আবদ্ধ হয়—এ কারণে সুদকে “মুবিকাত”—ধ্বংসাত্মক গুনাহ বলা হয়েছে।

হাদীসসমূহ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে— সুদ শুধু একটি আর্থিক অনিয়ম নয়; বরং এটি ইসলামের অন্যতম বড় হারাম এবং সর্বনাশা অপরাধ। আল্লাহর রাসূল ﷺ সুদের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে অভিশাপ দিয়েছেন, যা অন্য কোনো অর্থনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এক দিরহাম সুদ গ্রহণ করা ছত্রিশবার ব্যভিচারের চেয়েও বেশি গুনাহ— এমন ঘোষণাও সুদের ভয়াবহতা তুলে ধরেছে। সুদ মানুষের পারিবারিক শান্তি, সমাজের ভারসাম্য এবং অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রবাহ ধ্বংস করে দেয়। তাই ইসলামী শরীয়তে সুদের বিরুদ্ধে অবস্থান অত্যন্ত কঠোর, অপরিবর্তনীয় এবং চিরকালীন।

৩.৪ সুদের প্রকারভেদ (রিবার ধরন)

ইসলামী ফিকহে রিবার মূলত দুটি প্রধান ধরন—

(১) রিবা আন-নাসিয়াহ: ঋণের বিপরীতে অতিরিক্ত অর্থ (Loan Interest)।

(২) রিবা আল-ফাদল: সমজাতীয় পণ্যের বিনিময়ে অসম বিনিময় (Unequal Exchange)।

এই দুটি প্রকারই ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।

রিবা আন-নাসিয়াহ

এটি হলো ঋণের নির্দিষ্ট সময় বৃদ্ধির বিনিময়ে অতিরিক্ত দাবি করা। জাহেলি আরবে এটি প্রচলিত ছিল— "আও তাজীল ওয়া তাইজীদ"— সময় বাড়াও, বাড়তি নাও।

মুফতি তাকি উসমানী লিখেছেন—

"Riba an-Nasiah is the exact riba prohibited in the Qur'an—any predetermined amount over the principal in a loan."

(Chapter 2)

রিবা আল-ফাদল

সমজাতীয় পণ্যের বিনিময়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করা। উদাহরণ— সমপরিমাণ স্বর্ণের বদলে বেশি স্বর্ণ নেওয়া।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

সহীহ মুসলিম — হাদীস ১৫৮৭

Arabic:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى»

বাংলা অনুবাদ:

"স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রূপার বিনিময়ে রূপা— সমান সমান হবে এবং হাতে হাতে হবে। যিনি বাড়তি নিলেন বা চাইলো— সে রিবা করল।"

উদ্ধৃত অংশ:

সে তো সুদ করল।
রেফারেন্স: সহীহ মুসলিম ১৫৮৭ (Sunnah.com)

৩.৫ ইসলাম কেন সুদ নিষিদ্ধ করেছে

ইসলাম সুদকে নিষিদ্ধ করেছে ন্যায়, সমতা ও মানবকল্যাণ রক্ষার জন্য। সুদের মূল সমস্যা হলো— এতে কোনো ঝুঁকি নেই, পরিশ্রম নেই, উৎপাদন নেই; অথচ অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা হয়। এর মাধ্যমে সম্পদ একপেশে কেন্দ্রীভূত হয়— ধনী আরও ধনী হয় এবং দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়।

মুফতি তাকি উসমানী লিখেছেন—
"The prohibition of interest is to eliminate injustice and exploitation in society. Interest gives guaranteed profit without bearing loss."
(Chapter 2)

ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি গ্রন্থে বলা হয়েছে—
"সুদ এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করে, যা উৎপাদনশীলতার বিপরীত এবং সমাজে বৈষম্য বাড়ায়।"

সুদ সমাজে—
অন্যায় বৃদ্ধি
পারস্পরিক বৈরিতা
লোভ
নৈতিক অবক্ষয়
দারিদ্র্যের চক্র
এসবকে বাড়িয়ে তোলে।

৩.৬ সুদের সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি

সুদ এমন একটি অর্থনৈতিক প্রথা যা শুধু ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বরং সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে দেয়। সুদভিত্তিক অর্থনীতি মানুষের আচার-ব্যবহার, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সামাজিক বন্ধন, পরিবারের স্থিতিশীলতা এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে

বহুমাত্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সুদের প্রভাবে সমাজে এমন একটি কাঠামো তৈরি হয় যেখানে ধনী শ্রেণি ক্রমশ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং দরিদ্র শ্রেণি ক্রমশ আর্থিক দাসত্বে আবদ্ধ হয়। ইসলাম অনেক আগেই এই বিপদকে চিহ্নিত করেছে এবং সুদকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে।

কোরআনে আল্লাহ বলেন—
সূরা আল-বাকারা — আয়াত ২:২৭৬

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾

বাংলা অনুবাদ:
"আল্লাহ সুদকে বিনষ্ট করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন।"
উদ্ধৃত অংশ:
"আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন।"

এই আয়াত সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে সুদের মধ্যে আল্লাহর রহমত নেই। বরং সুদের কাঠামো ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং অর্থনীতিকে ভিত থেকে ধ্বংস করে দেয়। সুদের ধ্বংসাত্মক প্রভাব এতই ব্যাপক যে এটি শুধু অর্থের ক্ষতি নয়— নৈতিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতিরও কারণ।

সুদের সবচেয়ে বড় সামাজিক ক্ষতি হলো এটি সমাজকে বিভক্ত করে— ধনীকে আরও ধনী এবং দরিদ্রকে আরও দরিদ্র করে তোলে। সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে ধনী শ্রেণি কোনো শ্রম ছাড়াই সুদ খেয়ে আয় বৃদ্ধি করতে থাকে, আর দরিদ্র শ্রেণি প্রয়োজনের তাগিদে ঋণ নিয়ে সুদের বোঝা বহন করতে করতে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ধনী শ্রেণির জন্য সুদ একটি ঝুঁকিমুক্ত মুনাফার উৎস, আর দরিদ্র শ্রেণির জন্য এটি স্থায়ী দাসত্বের শিকল। এতে সমাজে আস্থা নষ্ট হয়, শ্রেণি-সংঘাত বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা ভেঙে পড়ে। আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতিতে দেখা যায়— সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো দরিদ্রদের ওপর উচ্চ সুদের চাপ প্রয়োগ করে, যার ফলে লাখ লাখ পরিবার দারিদ্র্যের চক্র থেকে বের হতে পারে না।

"আর রিবা" গ্রন্থে বলা হয়েছে—

“সুদ এমন এক প্রক্রিয়া, যা সম্পদের স্বাভাবিক প্রবাহকে নষ্ট করে দেয় এবং এক শ্রেণির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত করে।”
(আর রিবা, পৃষ্ঠা ১৩–১৪)
এই কেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়াই সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে, যা সমাজের ভেতরে নৈতিক ও মানবিক সম্পর্ককে দুর্বল করে দেয়।

সুদের কারণে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়—
ঋণের চাপ, কিস্তি, উচ্চ সুদের হার, সময়মতো পরিশোধের চাপ—এসব মিলিয়ে পরিবারে মানসিক উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা বাড়ে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—
• স্বামী–স্ত্রীর কলহ
• সন্তানদের শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত
• পারিবারিক সঞ্চয় ধ্বংস
• পরিবারের আর্থিক স্বনির্ভরতা নষ্ট
এবং শেষ পর্যন্ত পরিবার ভেঙে যায়।
এগুলো সুদ–ভিত্তিক সমাজে নিত্যদিনের ঘটনা। কারণ সুদ মানুষকে আর্থিক নিরাপত্তার জায়গা থেকে মানসিক চাপের অন্ধকারে ঠেলে দেয়।

ইসলাম ও পারিবারিক জীবন গ্রন্থে বলা হয়েছে—
“সুদ পরিবারে অশান্তি, লোভ, অবিশ্বাস এবং সম্পর্কহীনতার জন্ম দেয়। এটি মানবিক বন্ধনকে দুর্বল করে দেয় এবং সামাজিক সম্পর্ক ভেঙে পড়ে।”
(ইসলাম ও পারিবারিক জীবন, সামাজিক দায়িত্ব অধ্যায়)

সুদ অর্থনীতির একটি মৌলিক ক্ষতি হলো— এটি পুঁজিকে “স্থবির” করে ফেলে। ব্যবসা ও উৎপাদনে ঝুঁকি আছে, কিন্তু সুদে ঝুঁকি নেই। তাই মানুষ ঝুঁকিপূর্ণ—কিন্তু উৎপাদনশীল—ব্যবসায় বিনিয়োগ না করে সুদে বিনিয়োগ করে। এতে—
• উৎপাদন কমে যায়
• বাজারে নতুন ব্যবসা কমে যায়
• কর্মসংস্থান কমে যায়
• অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি থেমে যায়

একটি সুদ-নির্ভর অর্থনীতি স্বাভাবিকভাবে স্থবির এবং উৎপাদনহীন হয়ে পড়ে। ধনী শ্রেণি অর্থ ব্যাংকে রেখে সুদ খায়— কোনো ঝুঁকি নেই, কিন্তু আয় নিশ্চিত। ফলে সমাজে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হয় না।
মুফতি তাকি উসমানী লিখেছেন—
"Interest-based transactions make money stagnant and risk-free, while trade mobilizes wealth and promotes real economic growth."
(An Introduction to Islamic Finance, Chapter 3)
অর্থাৎ সুদ অর্থনীতির রক্ত চলাচল বন্ধ করে দেয় এবং সমাজকে দুর্বল করে দেয়।

সুদ বৈষম্যের মতোই দারিদ্র্যও বাড়ায়। যারা একবার সুদের ঋণে পড়ে, তারা ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে পুনরায় ঋণ নেয়। এই চক্র ক্রমশ দারিদ্র্যকে গভীর করে এবং পরিবারকে আর্থিক দাসত্বে আবদ্ধ করে।

বিশ্বব্যাপী দেখা যায়— Microcredit interest, Credit card interest, Unsecured loan interest—এসবের কারণে কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যের জালে আটকা পড়ে আছে।

ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায়নীতি গ্রন্থে বলা হয়েছে—
"সুদ দরিদ্রকে চিরদরিদ্র করে, ধনীদের জন্য নিরাপদ আয় তৈরির মাধ্যম এবং সমাজে শোষণের কাঠামো স্থাপন করে।"
(ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায়নীতি, সংশ্লিষ্ট অধ্যায়)

সুতরাং সুদ দারিদ্র্য নির্মূল করে না— বরং দারিদ্র্যের জন্ম দেয়।

সুদ মানুষের নৈতিকতা ধ্বংস করে—

কারণ সুদ এমন এক ব্যবস্থা যা মানুষকে শ্রমহীন সম্পদ অর্জনের লোভ শেখায়। একজন সুদখোরের হৃদয় থেকে—
• দয়া

• সহমর্মিতা
• মানবিকতা
ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়।
সে শুধু নিজের লাভ দেখে— অন্যের ক্ষতি তাকে স্পর্শ করে না।

সুদ মানুষের হৃদয়কে কঠোর করে দেয়।

সুদী সমাজে—
"সহযোগিতা"
পরিবর্তিত হয়
"শোষণে"।

রাসূল ﷺ বলেছেন—
সহীহ মুসলিম — হাদীস ১৫৯৮
«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا» ...
"নবী ﷺ সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, লেখক ও সাক্ষী— সকলের ওপর লানত করেছেন।"
উদ্ধৃত অংশ:
"لَعَنَ" — অভিশাপ করেছেন।

এটি নৈতিকভাবে সুদের বিপর্যয় নির্দেশ করে। লানত মানে আল্লাহর রহমত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।
সুতরাং সুদ এমন একটি গুনাহ যা মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করে এবং আত্মিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

সুদের কারণে সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যায়
একটি সুদ-ভিত্তিক সমাজে—
মানুষ পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসে না;
বরং প্রতিটি আর্থিক সম্পর্কে থাকে সুদের শর্ত।

ফলে—

- মানবিকতা কমে
- আত্মীয়তা দুর্বল হয়
- প্রতিবেশীর প্রতি সহমর্মিতা নষ্ট হয়
- সমাজ ভেঙে পড়ে

ইসলামী সমাজব্যবস্থা যেখানে দান, সদকাহ, যাকাত এবং সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত—
সেখানে সুদ এই পুরো মানবিক কাঠামোকে ধ্বংস করে দেয়।

সুদ এমন এক সর্বনাশা ব্যবস্থা যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে বহুমাত্রিকভাবে ধ্বংস করে। সুদ ব্যক্তি পর্যায়ে মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা, আর্থিক দাসত্ব ও নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে; পরিবারে কলহ, অশান্তি এবং ভাঙন সৃষ্টি করে; সমাজে বৈষম্য, দারিদ্র্য, শ্রেণিবিভাজন এবং শোষণের জন্ম দেয়; রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে উৎপাদন কমিয়ে স্থবিরতা সৃষ্টি করে। কোরআন সুদকে ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থা বলে ঘোষণা করেছে এবং হাদীসে সুদের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের ওপর লানত এসেছে। এজন্যই ইসলাম সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে এবং এর বিকল্প হিসেবে ন্যায়, পরিশ্রম ও ঝুঁকি–ভাগাভাগিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

৩.৭ সুদের পরিবর্তে ইসলামের বিকল্প: ন্যায্য অর্থনীতি

ইসলাম সুদ নিষিদ্ধ করে মানুষকে অসহায় রেখে দেয়নি। বরং সুদের পরিবর্তে দিয়েছে বাস্তব, ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা—
মুশারাকা (যৌথ বিনিয়োগ),
মুদারাবা (লাভ–ক্ষতি ভাগাভাগি),
মুরাবাহা (বাণিজ্যিক বিক্রয়),
ইজারা (লিজ),
সালাম, ইস্তিসনা—
ইত্যাদি।

এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে ঝুঁকি ভাগাভাগি হয়, শ্রম ও পুঁজি একত্রে কাজ করে, সমাজে সম্পদ বিস্তার লাভ করে, কোনো শ্রেণি শোষিত হয় না।

মুফতি তাকি উসমানী বলেন—
"In Islamic finance, profit must be earned through risk. If there is no risk, the return is unlawful."
(Chapter 3)

৩.৮ উপসংহার

সুদ ইসলামি অর্থনীতির মূল আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। এটি শোষণ, বৈষম্য, লোভ, অস্থিরতা এবং নৈতিক অবক্ষয়ের মূল উৎস। সুদ সমাজে উৎপাদন ধ্বংস করে, পুঁজিকে অকার্যকর করে, ধনী–দরিদ্রের ব্যবধান বাড়ায় এবং মানুষকে দাসত্বের দিকে ঠেলে দেয়। তাই ইসলাম সুদের প্রতিটি রূপ নিষিদ্ধ করেছে এবং এর পরিবর্তে বাস্তব সম্পদ, ঝুঁকি ভাগাভাগি এবং ন্যায্যতার ওপর ভিত্তিকৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। সুদ–মুক্ত অর্থনীতি যেমন আধ্যাত্মিক প্রশান্তি দেয়, তেমনি সমাজে ন্যায়, স্থিতিশীলতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

রেফারেন্স তালিকা

১. Mufti Muhammad Taqi Usmani — *An Introduction to Islamic Finance*, Chapters 2–3
২. আর রিবা — পৃষ্ঠা ১২–১৮
৩. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায়নীতি — রিবা অধ্যায়
৪. আল-কুরআন: সূরা আল-বাকারা ২:২৭৫–২৭৯; ২:২৭৬
৫. সহীহ মুসলিম — হাদীস ১৫৯৮, ১৫৮৭
৬. Sunnah.com – হাদীস রেফারেন্স

অধ্যায় ৪: ব্যবসা ও সুদের পার্থক্য

৪.১ ব্যবসার প্রকৃতি: ন্যায়, স্বচ্ছতা ও পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে লেনদেন

ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসা (তিজারাহ) হলো এমন একটি বৈধ জীবিকা, যার ভিত্তি সত্যবাদিতা, ন্যায়, স্বচ্ছতা এবং পারস্পরিক সম্মতি। ব্যবসা এমন একটি অর্থনৈতিক কার্যক্রম যা বাস্তব সম্পদের বিনিময়ে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে এবং সমাজে উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং সম্পদের সুষম প্রবাহ সৃষ্টি করে। ব্যবসা মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের ওপর নির্ভরশীল; মানুষ জন্মগতভাবে একে অপরের প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে এগিয়ে চলতে বাধ্য— এবং ব্যবসা সেই প্রয়োজন পূরণের সবচেয়ে কার্যকর, ন্যায্য এবং নৈতিক পদ্ধতি।

ইসলাম ব্যবসাকে উৎসাহিত করেছে কারণ এতে রয়েছে ঝুঁকি গ্রহণ, পুঁজি ও শ্রমের সক্রিয় ব্যবহার এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ। এসব চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ব্যবসাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন—

সূরা আন-নিসা — আয়াত ৪:২৯

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾

বাংলা অনুবাদ:“হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; তবে পারস্পরিক সম্মতিতে বৈধ ব্যবসা হলে তা গ্রহণযোগ্য।”

উদ্ধৃত অংশ:

“تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ” — পারস্পরিক সম্মতিতে বৈধ ব্যবসা।

এ আয়াত ইসলামী বাণিজ্য ব্যবস্থার তিনটি মূল নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে—

১. অন্যায় পন্থায় সম্পদ অর্জন নিষিদ্ধ

২. ব্যবসা বৈধ (হালাল)

৩. ব্যবসার বৈধতার শর্ত — পারস্পরিক সম্মতি ও স্বচ্ছতা

শরীয়াহ অনুযায়ী ব্যবসায় বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়েই স্বাধীনতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

চাপ, প্রতারণা, গোপন ত্রুটি, ভুল তথ্য—এসব থাকলে লেনদেন হারাম হয়ে যায়।

ব্যবসার নৈতিকতার ওপর ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। ইসলাম শুধু পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কে ব্যবসা বলে না; বরং ব্যবসা তখনই বৈধ হয়, যখন তা সততা ও আমানতদারির ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। নবী ﷺ ব্যবসার ক্ষেত্রে নৈতিকতার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন—
জামে আত-তিরমিজি — হাদীস ১২০৯

Arabic:
«التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ»

বাংলা অনুবাদ:
"সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সঙ্গে থাকবে।"
এ হাদীস প্রমাণ করে—
ব্যবসা যদি সততা ও নৈতিকতার সঙ্গে হয়, তবে তা শুধু দুনিয়ার নয় আখিরাতের সফলতার পথ।

অন্যদিকে নবী ﷺ প্রতারণাকে কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন—
সহীহ মুসলিম — হাদীস ১০১

Arabic:
«مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا»

বাংলা অনুবাদ:
"যে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

ব্যবসা ও সততা অবিচ্ছেদ্য; এই সততা ব্যবসাকে ইবাদতের পর্যায়ে উন্নীত করে।
ব্যবসায় ঝুঁকি ও মূল্য সৃষ্টি

ব্যবসা এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে—
- পরিশ্রম আছে
- ঝুঁকি আছে
- পণ্য আছে

• মূল্য সৃষ্টি আছে
• বাস্তব অর্থনৈতিক প্রবাহ আছে

ব্যবসায়ী বিভিন্ন ঝুঁকি নিয়ে বাজারে কাজ করে—
পণ্য ক্রয়, সঞ্চয়ন, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, বাজার ঝুঁকি সামলানো—
এই সবকিছুতে তার লাভ বৈধ হয় কারণ তিনি ঝুঁকি নিয়েছেন এবং উৎপাদন ও সরবরাহ চেইনে অবদান রেখেছেন।
এই ঝুঁকি-ভিত্তিক বিনিয়োগ ব্যবসাকে সুদ থেকে মৌলিকভাবে আলাদা করে।

ব্যবসা সমাজ ও অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে নিম্নলিখিত উপায়ে—
১. উৎপাদন বৃদ্ধি করে
২. কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে
৩. পুঁজি সক্রিয় রাখে
৪. নতুন বাজার তৈরি করে
৫. মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে
৬. সম্পদের সুষম বণ্টন ঘটায়
৭. মানুষের মধ্যে আস্থা ও সহযোগিতা বাড়ায়

ব্যবসা সমাজে একটি ইতিবাচক চক্র সৃষ্টি করে যেখানে সবাই উপকৃত হয়—
উৎপাদক, পরিবেশক, খুচরা বিক্রেতা এবং ভোক্তা।
ব্যবসা আধ্যাত্মিকভাবে সম্মানজনক

কারণ—
হালাল উপার্জন ইবাদত, পবিত্রতা ও তওফিকের উৎস।
হালাল সম্পদ আখিরাতে সফলতার মাধ্যম।
ব্যবসা পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে—অলসতার ওপর নয়।

৪.২ সুদের প্রকৃতি: পরিশ্রমহীন, ঝুঁকিহীন এবং শোষণমূলক বৃদ্ধি

সুদ (রিবা) এমন একটি আর্থিক প্রক্রিয়া যা উৎপাদনহীন, অনৈতিক, শোষণমূলক এবং বাস্তব অর্থনীতির বিপরীতমুখী। সুদে কোনো শ্রম, ঝুঁকি বা পণ্যের বিনিময় নেই— থাকে শুধু সময়ের বিনিময়ে নির্দিষ্ট অতিরিক্ত অর্থ আদায়। এজন্যই ইসলাম সুদকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে।

কুরআনে সুদের অবস্থান

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

সূরা আল-বাকারা — আয়াত ২:২৭৫

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

বাংলা অনুবাদ:

"যারা সুদ খায়, তারা দাঁড়াতে পারবে না; যেভাবে দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি যাকে শয়তান স্পর্শ করে উন্মাদ করে দেয়। তারা বলে: 'ব্যবসা তো সুদের মতোই।' অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"

উদ্ধৃত অংশ:

"أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" — আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন।

এই আয়াত প্রমাণ করে—

ব্যবসা ও সুদ এক নয়, এবং তাদের তুলনা করা ইসলাম স্বীকার করে না।

সুদ আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমান

আরও বলা হয়েছে—

সূরা আল-বাকারা — আয়াত ২:২৭৯

﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾

বাংলা অনুবাদ:

"যদি তোমরা সুদ ত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ করে নাও।"

উদ্ধৃত অংশ:
"فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ" — যুদ্ধের ঘোষণা।
এটি কুরআনের সবচেয়ে কঠোর শাস্তিমূলক ঘোষণা।
সুদ শুধু পাপ নয়; এটি এমন একটি অপরাধ যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সমান।

হাদীসে সুদের ভয়াবহতা
সহীহ মুসলিম — হাদীস ১৫৯৮

Arabic:
«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ» ...

বাংলা অনুবাদ:
"নবী ﷺ সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, দলিল লেখক ও সাক্ষী— সবাইকে অভিশাপ দিয়েছেন।"

উদ্ধৃত অংশ:
"لَعَنَ" — অভিশাপ দিয়েছেন
এটি দেখায়—
সুদের সঙ্গে জড়িত হওয়া মাত্রই একটি ব্যক্তি আল্লাহর লানতের আওতাভুক্ত হয়।
সুদের প্রকৃতি: পরিশ্রম নেই, ঝুঁকি নেই, পণ্য নেই

সুদ এমন একটি আর্থিক প্রথা, যেখানে—

- কোনো উৎপাদন নেই
- কোনো ঝুঁকি নেই
- কোনো বাস্তব লেনদেন নেই
- লেনদেনের উদ্দেশ্য প্রকৃত কল্যাণ নয়
- লাভ নিশ্চিত, যেটি শোষণের জন্ম দেয়

মুফতি তাকি উসমানী বলেন—

“Riba makes money itself a commodity, instead of a medium of exchange.”
(An Introduction to Islamic Finance)

অর্থাৎ, সুদ অর্থকে অর্থের সঙ্গে বিনিময় করে এমন এক কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি সৃষ্টি করে যা সমাজে অসামঞ্জস্য তৈরি করে।

সুদের মাধ্যমে ধনী শ্রেণি ঝুঁকিহীন আয় অর্জন করে, আর দরিদ্র শ্রেণি চিরস্থায়ী ঋণের ফাঁদে পড়ে।

এভাবে—
• ধনীরা আরও ধনী হয়
• দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়
• সমাজে বৈষম্য চরমে পৌঁছায়

“ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায়নীতি” গ্রন্থে বলা হয়েছে—
“সুদ সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করে এবং সম্পদকে কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত করে।”

৪.৩ ব্যবসা ও সুদের অর্থনৈতিক পার্থক্য

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা এমন একটি লেনদেন, যা বাস্তব সম্পদ, শ্রম, দক্ষতা, ঝুঁকি ও উৎপাদনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর বিপরীতে সুদ হলো সম্পদের কৃত্রিম বৃদ্ধি—যেখানে কোনো মূল্য সৃষ্টি হয় না, বরং সমাজে বৈষম্য ও দারিদ্র্যের জন্ম হয়। ব্যবসা অর্থনীতিকে সুস্থ রাখে; সুদ অর্থনীতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এই পার্থক্য কুরআন–সুন্নাহ এবং আধুনিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

ব্যবসা: উৎপাদন ও মূল্য সৃষ্টির উৎস

ব্যবসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি বাস্তব উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত। ব্যবসায়ী পণ্য ক্রয় করে, মালিকানা গ্রহণ করে, শ্রম ব্যয় করে, ঝুঁকি নেয় এবং ক্রেতার প্রয়োজন পূরণ করে।
ফলে ব্যবসা—

- উৎপাদন বাড়ায়
- বাজারে সরবরাহ বৃদ্ধি করে
- প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে
- নতুন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের পথ করে দেয়
- বাজারে মূল্য স্থিতিশীল করে
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে

ইসলাম ঝুঁকিকে ব্যবসার অপরিহার্য অংশ মনে করে। ঝুঁকি না থাকলে লাভ বৈধ হয় না।

এজন্যই মুফতি তাকি উসমানী বলেন—
"Profit is justified only when the investor is exposed to the risk of loss."
(An Introduction to Islamic Finance)

ব্যবসায়—
- ক্রয়মূল্য হারানোর ঝুঁকি থাকে
- পণ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে
- বাজারে দাম কমে যেতে পারে
- বিক্রি না হওয়ার ঝুঁকি থাকে

এ সব ঝুঁকি ব্যবসায়ী গ্রহণ করে; তাই তার লাভ হালাল ও ন্যায়সঙ্গত।

সুদ: ঝুঁকিহীন লাভ — শোষণের মূল ভিত্তি

সুদে—

• কোনো ঝুঁকি নেই
• কোনো উৎপাদন নেই
• কোনো বাস্তব সম্পদের লেনদেন নেই

তবুও সুদখোর নিশ্চিত লাভ পায়। এ কারণে সুদ নৈতিকভাবে গ্রাহ্য নয় এবং অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর।

সুদ দুই শ্রেণি তৈরি করে—

১. ঝুঁকিহীন ধনী
২. ঋণের বোঝায় পিষ্ট দরিদ্র

এই বৈষম্য সমাজে অসন্তোষ, দারিদ্র্য, দুর্নীতি এবং অপরাধ বৃদ্ধি করে।
কুরআনের দৃষ্টিতে সুদের অর্থনৈতিক ধ্বংস

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—
সূরা আল-বাকারা — আয়াত ২:২৭৬

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾

বাংলা অনুবাদ:
"আল্লাহ সুদ ধ্বংস করেন, আর দানকে বৃদ্ধি করেন।"
উদ্ধৃত অংশ:
"يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا" — আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন।

এই আয়াতে (১) সুদের বিনাশ, এবং (২) দানের বরকত—আর্থিক বাস্তবতার গভীরতম সত্য প্রকাশিত হয়েছে।

সুদ কখনো সমাজে দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীলতা আনতে পারে না; এটি অর্থনীতিকে ভিতর থেকে খেয়ে ফেলে।

আধুনিক অর্থনীতিতে সুদের ধ্বংসাত্মক প্রভাব

সুদ—

- মুদ্রাস্ফীতি বাড়ায়
- উৎপাদন কমায়
- ব্যবসায়ীদের ব্যয় বাড়ায়
- বাজারে মূল্য বাড়ায়
- কর্মসংস্থান কমায়
- সম্পদ কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত করে
- অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি করে

২০০৮ সালের গ্লোবাল রিসেশন— এর মূলে ছিল সুদভিত্তিক আর্থিক কাঠামো এবং ঝুঁকিহীন ঋণ।
ব্যবসা অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে; সুদ ভেঙে ফেলে।

৪.৪ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ: ব্যবসা ইবাদত, সুদ গুনাহ

ব্যবসা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি সম্মানজনক পেশা। নবী মুহাম্মদ ﷺ নিজেই ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ব্যবসার মাধ্যমে তাঁর সততা ও আমানতদারি সারা আরবের কাছে প্রমাণিত হয়েছিল। ইসলাম ব্যবসাকে একটি নৈতিক দায়িত্বের অংশ বলে মনে করে— যেখানে সততা ও সত্যবাদিতা অপরিহার্য।

একজন মুসলিম ব্যবসায়ী—

- প্রতারণা করবে না
- কম পরিমাপ দেবে না
- ত্রুটি গোপন করবে না
- ক্রেতাকে ফাঁকি দেবে না
- অযথা দাম বাড়াবে না
- অসৎ লাভের চেষ্টা করবে না

এগুলো প্রতিটি ইসলামী নৈতিকতার প্রতিফলন।

নবী ﷺ বলেছেন—
সহীহ বুখারী — হাদীস ২০৭৯

Arabic:
«البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا»

বাংলা অনুবাদ:
"বিক্রেতা ও ক্রেতা পৃথক হওয়ার আগে লেনদেন বাতিল করার অধিকার রাখে। যদি তারা সত্য কথা বলে এবং ত্রুটি প্রকাশ করে, তাদের বেচাকেনায় বরকত দেওয়া হয়।"
ব্যবসার নৈতিকতা আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম, তাই ব্যবসা ইবাদতে পরিণত হয়।

অন্যদিকে সুদ – নৈতিক অবক্ষয়ের উৎস

সুদ—
• লোভ শেখায়
• পরিশ্রমহীন আয় শেখায়

• হৃদয় কঠোর করে
• মানুষের প্রতি সহানুভূতি নষ্ট করে

এ কারণে সুদ আধ্যাত্মিকভাবে ধ্বংসাত্মক।
হাদীসে সুদের নৈতিক ভয়াবহতা
সহীহ মুসলিম — হাদীস ১৫৯৮

Arabic:
«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ» ...

বাংলা অনুবাদ:
"রাসূল ﷺ সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, দলিল লেখক ও সাক্ষী— সবাইকে অভিশাপ দিয়েছেন।"

এ হাদীস দেখায়—

সুদ এমন গুনাহ যা সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং আল্লাহর লানতকে ডেকে আনে।

৪.৫ সমাজিক প্রভাব: ব্যবসা সম্পর্ক সৃষ্টি করে, সুদ বৈষম্য বাড়ায়

ব্যবসা মানুষের মধ্যে আস্থা ও সহযোগিতা গড়ে তোলে। মানুষ তাদের প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। ব্যবসার ফলে সমাজে সমৃদ্ধি বাড়ে, উৎপাদন বাড়ে, নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে সুদ সমাজে—

- আমলাতান্ত্রিক বৈষম্য,
- ঋণগ্রহীতার ওপর শোষণ,
- ধনী–গরিব বৈষম্য,
- সামাজিক অসন্তোষ,
- পারিবারিক অশান্তি,
- দারিদ্র্যের প্রজন্মগত চক্র

—সবই তৈরি করে।

কুরআনে সুদকে সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ বলা হয়েছে

আল্লাহ বলেন—

সূরা আল-বাকারা — ২:২৭৬

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾

"আল্লাহ সুদ ধ্বংস করেন, আর দানকে বাড়িয়ে দেন।"

এ আয়াত অর্থনৈতিক বাস্তবতার পাশাপাশি সামাজিক সত্যও বর্ণনা করে—

সুদ সমাজে ধ্বংস ডেকে আনে; দান ও ব্যবসা সমাজকে উন্নত করে।

৪.৬ ব্যবসা উৎপাদন সৃষ্টি করে, অথচ সুদ উৎপাদন ধ্বংস করে

ইসলাম ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করেছে কারণ ব্যবসা সমাজে বাস্তব উৎপাদন সৃষ্টি করে, মানুষের পরিশ্রমকে মূল্যায়ন করে এবং সম্পদের প্রবাহকে সক্রিয় রাখে। একজন ব্যবসায়ী পণ্য তৈরি, সংগ্রহ, পরিবহন, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ এবং বিক্রয়ের প্রতিটি ধাপে পরিশ্রম করে। এর ফলে নতুন পণ্য উৎপাদিত হয়, বাজারে সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষ

প্রভাব পড়ে। ব্যবসা কেবল ব্যক্তিকে সমৃদ্ধ করে না— বরং একটি সমগ্র সমাজকে উন্নয়ন পথে নিয়ে যায়।

এর বিপরীতে সুদ এমন একটি প্রক্রিয়া যা বাস্তব উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করে। যিনি সুদ নেন, তিনি কোনো পরিশ্রম বা ঝুঁকি ছাড়াই অর্থের ওপর অর্থ অর্জন করেন। এতে সমাজে সেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়, যা উৎপাদন ও ব্যবসার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। মানুষ যদি ব্যবসার ঝুঁকি নিতে না চায়, এবং কেবল সুদ থেকেই নিশ্চিন্ত লাভ অর্জন করতে চায়, তবে ধীরে ধীরে একটি জাতির উৎপাদনক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। সুদের প্রতি ঝোঁক মানুষকে উদ্যোগী হতে বাধা দেয়। নতুন শিল্প গড়ে ওঠে না, নতুন পণ্য আবিষ্কার হয় না, বাজারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না এবং অর্থনীতি স্থবির হয়ে যায়।

এ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তাআলা সুদের ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন।

সূরা আল-বাকারা — আয়াত ২:২৭৬

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾

বাংলা অনুবাদ: “আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন।”

উদ্ধৃত অংশ:

“ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا”

এই আয়াত নির্দেশ করে যে, সুদ এমন একটি ব্যবস্থা যা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস ডেকে আনে— ব্যক্তিগতভাবে, সামাজিকভাবে, এবং অর্থনৈতিকভাবে। ব্যবসা যেখানে বাস্তব উন্নয়ন সৃষ্টি করে, সুদ সেখানে পতনের ভিত্তি স্থাপন করে।

৪.৭ সুদ দারিদ্র্যের এক অসীম চক্র তৈরি করে, অথচ ব্যবসা দারিদ্র্য কমায়

সুদ মানবসমাজে সবচেয়ে ভয়াবহ দারিদ্র্য–চক্রগুলোর একটি তৈরি করে। সুদ এমন একটি বন্ধন যা ঋণগ্রহীতাকে অসহায় করে দেয় এবং তাকে এমন অবস্থায় ঠেলে দেয়— যেখানে সে কখনো ঋণমুক্ত হতে পারে না। ঋণের মূল টাকা পরিশোধ করার আগে সুদ এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে মানুষ তার সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে শুধু সুদ পরিশোধ করতেই ব্যস্ত থাকে। একসময় পরিবার জমি বিক্রি করে, ঘর বিক্রি করে, ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যায়, সন্তানদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি কেউ কেউ আত্মহত্যা

পর্যন্ত করে। সুদ পরিবারকে ভেঙে দেয়, আর্থিক স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করে দেয় এবং মানুষকে চিরস্থায়ী দরিদ্রতার দিকে ঠেলে দেয়।

ব্যবসা দারিদ্র্য–চক্র ভেঙে দেয়, কারণ ব্যবসা মানুষের হাতে আয় সৃষ্টি করে। ব্যবসায় মানুষ যত পরিশ্রম করে, তত বেশি আয় করতে পারে। এতে ব্যক্তির পাশাপাশি পরিবার শক্তিশালী হয়, সমাজ শক্তিশালী হয়, এবং রাষ্ট্র সমৃদ্ধ হয়। ব্যবসা সমাজে সম্পদের প্রবাহ বাড়ায়, নতুন বাজার সৃষ্টি করে, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করে এবং সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণে বড় অবদান রাখে। সুদ যা ধ্বংস করে, ব্যবসা তা পুনর্গঠন করে।

ঋণ ও দারিদ্র্যের এই চিত্র তুলে ধরতে কুরআনে আল্লাহ তাআলা সুদখোরদের অবস্থার একটি গভীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

সূরা আল-বাকারা — আয়াত ২:২৭৫

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾

বাংলা অনুবাদ: "যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দাঁড়াতে পারবে না, যেমন দাঁড়ায় সেই ব্যক্তি যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে দেয়।"

উদ্ধৃত অংশ:

"يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ"

এই আয়াত মানুষের আর্থিক ও মানসিক বিপর্যয়ের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। সুদের ওপর ভিত্তি করা সমাজ কখনো স্থিতিশীল হতে পারে না, কারণ এর ভিত্তিই অবিচার ও শোষণে তৈরি।

৪.৮ আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ব্যবসা ও সুদের ভূমিকার বিশ্লেষণ

আধুনিক বিশ্বে সুদভিত্তিক অর্থনীতি যত বিস্তৃত হয়েছে, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মন্দা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং সামাজিক অস্থিরতা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮ সালের গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস এর একটি নিদর্শন, যেখানে সুদভিত্তিক ঋণ ব্যবস্থার কারণে সমগ্র বিশ্ব অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। আন্তর্জাতিকভাবে দেখা যায়, সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে ধনীরা ধনী হয় এবং দরিদ্ররা ঋণের বোঝায় চিরস্থায়ীভাবে নিমজ্জিত

হয়। উন্নত দেশগুলোতেও কোটি কোটি মানুষ শিক্ষাঋণের সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে সারা জীবন দরিদ্র থাকে।
অন্যদিকে যেসব দেশ উৎপাদনভিত্তিক ব্যবসার দিকে গুরুত্ব দিয়েছে, তারা উন্নত দেশ হয়ে উঠেছে। পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ, যেমন জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুর— ব্যবসা, উদ্ভাবন এবং শিল্পায়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে। ইসলামও এই মডেলকেই সমর্থন করে— এমন একটি অর্থনৈতিক কাঠামো যেখানে বাস্তব উৎপাদন, ঝুঁকি ভাগাভাগি, ন্যায্য বণ্টন এবং মানবসেবার আদর্শ বিরাজমান।

৪.৯ সুদ সমাজে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে, অথচ ব্যবসা নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করে

সুদ এমন একটি ব্যবস্থা যা মানুষের নৈতিক কাঠামোকে ধ্বংস করে দেয়। সুদ মানুষকে পরিশ্রমহীন আয় শেখায়। মানুষ যখন শ্রম ছাড়া অর্থ উপার্জনে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন তার মাঝে লোভ, স্বার্থপরতা, সহানুভূতির অভাব এবং দায়িত্বহীনতার মতো নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়। সুদ মানুষকে কঠোর হৃদয়ের করে তোলে, কারণ সুদখোর কখনোই ঋণগ্রহীতার কষ্ট অনুভব করতে পারে না। এরা শুধু নিজের লাভ দেখে, সমাজের কল্যাণ দেখে না।
ব্যবসা সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্যবসার জন্য সততা, বিশ্বস্ততা, ধৈর্য, আমানতদারি এবং আন্তরিকতা প্রয়োজন। ব্যবসার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে ন্যায়বোধ, আস্থার সম্পর্ক এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয়। একজন ব্যবসায়ী যত বেশি সৎ হবে, তার ব্যবসায় তত বরকত আসবে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যবসায় নৈতিকতার সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন।

তিরমিজি — হাদীস ১২০৯

«التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ»
বাংলা অনুবাদ: “সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সঙ্গে থাকবে।”

উদ্ধৃত অংশ:

“التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ”

অন্যদিকে সুদ সম্পর্কে কঠোর নির্দেশ এসেছে।

সহীহ মুসলিম — হাদীস ১৫৯৮

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ»

বাংলা অনুবাদ: "রাসূল ﷺ সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, দলিল লেখক এবং সাক্ষী—
সকলকে অভিশাপ দিয়েছেন।"

উদ্ধৃত অংশ:

" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا"

এই হাদীস নির্দেশ করে যে সুদ শুধু অর্থনৈতিক অপরাধ নয়— এটি নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক অপরাধও।

৪.১০ সারসংক্ষেপ: ব্যবসা নির্মাণ করে, সুদ ধ্বংস করে

ব্যবসা এবং সুদ একে অপরের বিপরীত। ব্যবসা বাস্তব মূল্য সৃষ্টি করে, সুদ কৃত্রিমভাবে অর্থ বৃদ্ধি করে। ব্যবসা সমাজে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আস্থা এবং নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করে, আর সুদ সমাজে অবিচার, দারিদ্র্য, বৈরিতা এবং বৈষম্য সৃষ্টি করে। ব্যবসা সমৃদ্ধির পথ, সুদ ধ্বংসের পথ। ব্যবসা মানুষকে শ্রম, ন্যায়, দায়িত্ববোধ ও সত্যবাদিতা শেখায়; সুদ মানুষকে লোভ, শোষণ, স্বার্থপরতা এবং পরিশ্রমহীন আয়ের দিকে ঠেলে দেয়। ইসলাম ব্যবসাকে হালাল করেছে এবং সুদকে হারাম করেছে— কারণ ব্যবসায় রয়েছে মানবকল্যাণ, সমাজকল্যাণ এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা; আর সুদে রয়েছে ধ্বংস, বৈষম্য ও সামাজিক বিপর্যয়।

রেফারেন্স তালিকা — অধ্যায় ৪

১. Mufti Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, Chapters 1–3.
২. আর রিবা — পৃষ্ঠা ১২–১৮।

৩. ইসলাম ও আধুননিক অর্থনীতি ও ব্যবসায়নীতি — আধুনিক অর্থনৈতিক বৈষম্য অধ্যায়।
৪. ইসলাম ও পারিবারিক জীবন — সামাজিক ন্যায় অধ্যায়।
৫. আল-কুরআন — সূরা আল-বাকারা: আয়াত ২:২৭৫, ২:২৭৬।
৬. জামে আত-তিরমিজি — হাদীস ১২০৯ (Sunnah.com)।
৭. সহীহ মুসলিম — হাদীস ১৫৯৮ (Sunnah.com)।

অধ্যায় ৫ — ইসলামে বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

৫.১: ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স

ইসলাম এমন একটি অর্থনৈতিক কাঠামো প্রদান করেছে, যা সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। সুদ যেখানে শোষণের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ইসলামী অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে ন্যায়, ভারসাম্য, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বাস্তব সম্পদের ওপর। ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের মূল দর্শন হলো— অর্থের বিনিময়ে অর্থ নয়, বরং অর্থের বিনিময়ে বাস্তব সম্পদ, প্রকৃত মূল্য এবং ঝুঁকিভাগাভাগি। সুদমুক্ত অর্থনৈতিক কাঠামো আল্লাহর নির্দেশিত ন্যায়নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই ইসলামী ব্যাংকিং কেবল একটি অর্থনৈতিক বিকল্প নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক ও মানবিক অর্থব্যবস্থা।

ইসলামী ফাইন্যান্সে অর্থকে ব্যবসা বা বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কোনোভাবেই অর্থকে নিজেই লাভের উৎস করার অনুমতি নেই। অর্থ হলো ক্রয়-বিক্রয়, শিল্পায়ন, সেবা এবং উৎপাদনের হাতিয়ার; অর্থ স্বয়ং উৎপাদনের উৎস নয়। এই নীতি ইসলাম স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে।

সূরা আল-বাকারা — আয়াত ২:২৭৫

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

বাংলা অনুবাদ: “আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন।”

উদ্ধৃত অংশ:

“حَرَّمَ الرِّبَا”

এই আয়াতে সুদ নিষিদ্ধের পাশাপাশি ব্যবসাকে হালাল ও বৈধ ঘোষণা করে ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। সুদের বদলে ব্যবসাকে বৈধ ও ন্যায়নিষ্ঠ আর্থিক পথ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বৈশিষ্ট্য হলো— বাস্তব সম্পদের মালিকানা, ঝুঁকি ভাগাভাগি, স্বচ্ছতা, দায়িত্ববোধ এবং শরীয়াহ বোর্ডের তত্ত্বাবধান। কোনো ইসলামী ব্যাংক শরীয়াহ বোর্ডের অনুমতি ছাড়া কোন লেনদেন করতে পারে না। ইসলামী ব্যাংকের

প্রতিটি লেনদেনে পণ্য, সম্পদ বা সেবা— এই তিনটির যেকোনো একটি বাস্তবে থাকা বাধ্যতামূলক। এটি ইসলামি অর্থনীতিকে কেবল তাত্ত্বিক নয়, সম্পূর্ণ বাস্তব কর্মপদ্ধতিতে রূপ দেয়।

মুফতি তাকি উসমানী ইসলামী ফাইন্যান্সের মূল দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—
"Islamic finance is based on real economic activity. Profit is permissible only when it is backed by risk and ownership."
(An Introduction to Islamic Finance)

এ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট করেছেন— যেখানে ঝুঁকি নেই, সেখানে লাভ হালাল নয়। সুদে ঝুঁকি নেই, তাই এটি জুলুম; কিন্তু ব্যবসায় লাভ তখনই বৈধ, যখন ব্যবসায়ী প্রকৃত সম্পদের মালিক হয় এবং প্রকৃত ঝুঁকি গ্রহণ করে।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং দ্রুত জনপ্রিয় হলেও বাস্তবে এর অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন— সত্যিকারের মুরাবাহা হয় না; ব্যাংক পণ্যের মালিকই হয় না; কাগজে কলমে "ক্রয়" দেখিয়ে বাস্তবে অর্থ ঋণ হিসেবে দিয়ে থাকে। আবার মুদারাবা-মুশারাকা যেখানে ইসলামী অর্থনীতির মূল হৃদয়, তা বাংলাদেশে প্রায় অনুপস্থিত। শরীয়াহ বোর্ড অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। অডিটিং দুর্বল, এবং রাজনৈতিক প্রভাব দেখা যায়। ফলে লেনদেনগুলো অনেক সময় সুদ-সদৃশ হয়ে পড়ে।
অন্যদিকে পাকিস্তানের মিজান ব্যাংক বিশ্বে একটি সফল ইসলামী ব্যাংকের উদাহরণ। সেখানে বাস্তব মালিকানা, প্রকৃত তত্ত্বাবধান, শক্তিশালী শরীয়াহ বোর্ড এবং কঠোর অডিটের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পূর্ণরূপে শরীয়াহ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। মিজান ব্যাংকের প্রতিটি লেনদেন বাস্তব পণ্য, প্রকৃত মালিকানা, পরিবহন এবং ডেলিভারি প্রমাণসহ সম্পন্ন হয়। আবার আরব আমিরাতের Dubai Islamic Bank, সৌদি আরবের Al Rajhi Bank— এরা শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে বাস্তবে সফলভাবে প্রমাণ করেছে।

ইসলামী অর্থনীতি অর্থকে বিনিয়োগ, উৎপাদন এবং বাস্তব উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়। তাই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো— সমাজে ন্যায্য অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। সুদ যেখানে অর্থকে কয়েকজন ধনীর হাতে কেন্দ্রীভূত করে, সেখানে ইসলামী ব্যাংকিং অর্থকে শ্রমিক, কৃষক, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতির মাঝে সমভাবে প্রবাহিত করে। ফলে অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আসে, ব্যবসা বৃদ্ধি পায়, এবং মানুষের জীবন উন্নত হয়।

এ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তাআলা সম্পদকে সমাজে ঘুরে-ফিরে চলমান রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

সূরা আল-হাশর — আয়াত ৭

﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾

বাংলা অনুবাদ: "যাতে সম্পদ তোমাদের ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে।"

উদ্ধৃত অংশ:

" لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ"

ইসলামী ব্যাংকিং ঠিক এই নীতিকেই অনুসরণ করে— সম্পদ যাতে কিছু ধনী ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং সমাজে যেন সুষমভাবে বণ্টিত হয়।

সুদ–নির্ভর ব্যাংকিং মানুষকে দারিদ্র্য, উদ্বেগ, শোষণ এবং মানসিক চাপের দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং মানুষকে নিরাপত্তা, সমতা এবং নৈতিক অর্থনীতির দিকে নিয়ে যায়। সুদ যেখানে আল্লাহর গজবের পথ, ইসলামী ব্যাংকিং সেখানে বরকতের পথ।

সহীহ মুসলিম — হাদীস ১৫৯৮

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ»

বাংলা অনুবাদ: "রাসূল ﷺ সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, দলিল লেখক এবং সাক্ষী— সকলকে অভিশাপ দিয়েছেন।"

উদ্ধৃত অংশ

" :لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ"

এই হাদীস নির্দেশ করে যে সুদ–নির্ভর অর্থনীতি একটি অভিশপ্ত ব্যবস্থা— যার বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকিং হলো কল্যাণ, ন্যায় ও নিরাপত্তার পথ।
অতএব, ইসলামী ব্যাংকিং কেবল একটি ব্যাংকিং সিস্টেম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক ও বাস্তব অর্থনৈতিক কাঠামো— যা মানুষের জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্ব অর্থনীতিকে ন্যায় ও মানবিকতার পথে পরিচালিত করে।

মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, ইজারা: ইসলামী অংশীদারিত্বভিত্তিক চুক্তি

ইসলামী অর্থনীতি সুদের পরিবর্তে যে অসাধারণ বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান করেছে তা হলো ঝুঁকি–ভাগাভাগি, বাস্তব মালিকানা, উৎপাদন অংশীদারিত্ব এবং নৈতিক বাণিজ্যের সমন্বয়। এই ব্যবস্থার মূল শক্তি হলো যে কোনো আর্থিক লেনদেনে উভয় পক্ষের ন্যায্য অংশগ্রহণ, পরিশ্রম এবং স্বচ্ছতা থাকা বাধ্যতামূলক। ইসলামী অর্থনীতির চারটি প্রধান চুক্তি— মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা এবং ইজারা— শুধু ধর্মীয় শর্ত নয়, বরং বাস্তব অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী এবং পরীক্ষিত ব্যবসায়িক মডেল।
ইসলাম মানুষের জীবনকে শ্রম, উৎপাদন এবং ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়। মানুষের মধ্যে সহযোগিতা, আমানতদারি এবং পারস্পরিক আস্থার সংস্কৃতি গড়ে তোলা ইসলামি অর্থনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জনে যেসব চুক্তি সর্বাধিক ভূমিকা রাখে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মুদারাবা ও মুশারাকা— যেখানে লাভ ও ক্ষতি উভয়ই ভাগাভাগি হয়। ইসলামী অর্থনীতির মূল হৃদয় এখানেই— লাভ যখন ভাগাভাগি হবে, ক্ষতিও ভাগাভাগি হবে; এখানে একতরফা লাভ বা একতরফা বোঝা বহনের সুযোগ নেই। সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে একজন ব্যক্তি লাভ নিশ্চিতভাবে পায় এবং অন্যজন ক্ষতির ঝুঁকিতে থাকে, কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে এ ধরনের অন্যায়ব্যবস্থা নেই।

এ ন্যায়নীতির ভিত্তি কুরআনেই প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

সূরা আন-নিসা — আয়াত ২৯
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾
বাংলা অনুবাদ: “হে মুমিনগণ, তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না;

তবে পারস্পরিক সম্মতিতে বৈধ বাণিজ্য হলে তা বৈধ।”

উদ্ধৃত অংশ:

“تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ”

ইসলামের এই নীতিই নির্দেশ করছে যে অর্থনৈতিক লেনদেন অন্যায়ের ভিত্তিতে নয়, বরং পারস্পরিক সম্মতি এবং ন্যায্যতার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা ও ইজারা— সবক'টি চুক্তিই এই ন্যায়নীতি ধরে রেখেছে।

মুদারাবা (Mudarabah): শ্রম ও পুঁজির অংশীদারত্ব

মুদারাবা চুক্তিতে একজন ব্যক্তি পুঁজি প্রদান করে এবং অন্যজন শ্রম, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা প্রদান করে। একজন হলো রাবুল মাল— পুঁজির মালিক; অন্যজন হলো মুদারিব— ব্যবস্থাপক। লাভ উভয়ে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে ভাগ করে নেবে। ক্ষতি হলে পুঁজির মালিক ক্ষতি বহন করবে, আর মুদারিব নিজের শ্রমের ক্ষতি বহন করবে। এখানে কেউ কারো ওপর অন্যায়ভাবে বোঝা চাপিয়ে দেয় না। মুদারাবা এমন একটি অসাধারণ চুক্তি যা হাজার বছর ধরে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে— বাণিজ্য, নৌপথে ব্যবসা, কারবার, উৎপাদন এবং রপ্তানিতে এই চুক্তিই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়।

মুদারাবার ভিতে রয়েছে আস্থা, দক্ষতা এবং ন্যায়— এই নীতিগুলো ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। মুদারাবা মানুষের স্বভাব, পরিশ্রম এবং বাজারের বাস্তবতাকে সম্মান করে।

মুশারাকা (Musharakah): যৌথ মালিকানার ব্যবসা

মুশারাকা হলো এমন অংশীদারিত্ব, যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি পুঁজি বিনিয়োগ করে যৌথভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে। লাভ ও ক্ষতি পুঁজির অনুপাতে ভাগ করা হয়। এটি এমন একটি ন্যায্য ব্যবস্থা যার প্রতিটি অংশ ইসলামি অর্থনৈতিক নয়নের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। মুশারাকা এমন একটি চুক্তি যার মাধ্যমে একটি সমাজে সহযোগিতা, নৈতিকতা ও উৎপাদনশীলতা সৃষ্টি হয়। ইসলাম মানুষকে একত্রে কাজ

করার, একে অপরকে সহযোগিতা করার এবং সমাজের উন্নয়নে অংশীদার হওয়ার শিক্ষা দেয়। মুশারাকা সেই শিক্ষা বাস্তবে রূপান্তর করে।

মুশারাকা মুসলিম সভ্যতার শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য ও নৌ-ব্যবসাকে এত উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল যে মুসলিমরা একসময় বিশ্বের বৈপ্লবিক বাণিজ্যিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এটাই মুসলিম বিশ্বের ব্যাংকিং-ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল— সুদ ছিল না, বরং ঝুঁকি ভাগাভাগি ছিল।

মুরাবাহা (Murabaha): খরচ-প্লাস-লাভ ভিত্তিক বিক্রয়

মুরাবাহা হলো এমন একটি বিক্রয় যেখানে বিক্রেতা ক্রয়মূল্য এবং নিজের লাভ উভয়ই ক্রেতাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে বিক্রি করে। এটি কেবল তখনই বৈধ, যখন বিক্রেতা বাস্তবে সেই পণ্যের মালিক। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মুরাবাহা এমন একটি চুক্তি যা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়, তবে এর সঠিক প্রয়োগ তখনই হয় যখন ব্যাংক বাস্তবে পণ্য কিনে, নিজের মালিকানায় নেয় এবং পরে গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে।

মুরাবাহা সুদের বিকল্প নয়— বরং একটি বৈধ বিক্রয়। কিন্তু যদি কোনো ব্যাংক পণ্য মালিকানা গ্রহণ না করে, বরং কাগজে-কলমে মালিকানা দেখিয়ে সরাসরি অর্থ ঋণ হিসেবে দিয়ে দেয়, তবে তা আর ইসলামী থাকে না; বরং সুদ-সদৃশ হয়ে যায়। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের এই সূক্ষ্ম পার্থক্য বজায় রাখাই শরীয়াহ-সম্মত লেনদেনের মূল শর্ত।

ইজারা (Ijara): শরীয়াহসম্মত ভাড়া-চুক্তি

ইজারা হলো শরীয়াহনুযায়ী ভাড়াভিত্তিক সম্পদের উপভোগের চুক্তি। এখানে সম্পদের মালিক মালিকানা ধরে রাখে, এবং ভাড়াটিয়া ব্যবহার অধিকার পায়। ইজারা সুদের বিপরীতে একটি অত্যন্ত কার্যকর চুক্তি, কারণ এতে বাস্তব সম্পদ থাকে, মালিকানার দায়িত্ব থাকে, এবং সেবা আদান-প্রদান থাকে। ইসলাম এমন কোনো আয় অনুমোদন করে না যার পেছনে বাস্তব সম্পদ বা শ্রম নেই। ইজারা এই শর্ত পূর্ণভাবে পূরণ করে।

এই চুক্তিগুলো শুধু অর্থনৈতিক নয়; বরং নৈতিক ও মানবিক। ইসলামের উদ্দেশ্য হলো— অর্থনৈতিক লেনদেনে এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে কেউ অন্যের ওপর অন্যায় করতে না পারে। কেউ যেন আরেকজনের শ্রম বা সম্পদকে অবৈধভাবে শোষণ করতে না পারে। এই ন্যায়নীতির ভিত্তিতে ইসলামী অর্থনীতির চুক্তিগুলো গড়ে উঠেছে।
ইসলামী অংশীদারিত্বভিত্তিক চুক্তিগুলো বারবার বলে দেয়— লাভ তখনই বৈধ যখন ঝুঁকি রয়েছে। লাভ তখনই হালাল যখন বাস্তব মূল্য সৃষ্টি হয়। সুদ বাস্তব মূল্য সৃষ্টি করে না; বরং মানুষের কষ্টার্জিত শ্রমকে শোষণ করে। ব্যবসা, অংশীদারিত্ব, উৎপাদন— এগুলোতে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ উপকৃত হয়; সুদে তা হয় না।

এই ন্যায্যতার মূল নীতি রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি হাদীসে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

সহীহ মুসলিম — হাদীস ১৫৯৮
«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ»
বাংলা অনুবাদ: “রাসূল ﷺ সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, দলিল লেখক এবং সাক্ষী— সকলকে অভিশাপ দিয়েছেন।”
উদ্ধৃত অংশ: “آكِلَ الرِّبَا”

এই হাদীসটিকে ইসলামী অর্থনীতির কেন্দ্রীয় নীতি হিসেবে ধরা যেতে পারে। কারণ এখানে সুদ কেবল নিষিদ্ধই নয়, বরং অভিশপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এই কারণেই ইসলামী বিকল্প চুক্তিগুলো সুদের কোনো ছায়াও বহন করে না।

মাকাসিদুশ-শারিয়াহ, সামাজিক ন্যায়, যাকাত–ওয়াকফ এবং আধুনিক অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যবস্থার প্রয়োগ

ইসলামী অর্থনীতির চেতনার কেন্দ্রে রয়েছে মাকাসিদুশ-শারিয়াহ— অর্থাৎ শরীয়াহর উদ্দেশ্যসমূহ। এটি এমন এক নীতি যা মানুষের জীবন, সম্পদ, ধর্ম, বিবেক এবং বংশধারাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেছেন। ইসলামী অর্থনীতির প্রতিটি দিক, প্রতিটি চুক্তি, প্রতিটি বিধান এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত যে, সমাজে ন্যায়বিচার, ভারসাম্য এবং সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা হয়। সুদভিত্তিক অর্থনীতি মানুষের সম্পদকে একটি ক্ষুদ্র শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত করে অন্যদের

আর্থিকভাবে বন্দী করে ফেলে; কিন্তু ইসলামী বিকল্প ব্যবস্থায় সম্পদ সমাজের সর্বস্তরে প্রবাহিত হয়, যা মানবিক এবং ন্যায্য অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি বলেন—
সূরা হাদীদ — আয়াত ২৫

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾

বাংলা অনুবাদ: "আমি আমার রাসূলদের স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে পাঠিয়েছি কিতাব ও ন্যায়ের মানদণ্ড, যাতে মানুষ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে।"

উদ্ধৃত অংশ

" :لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ"

এই আয়াত স্পষ্ট নির্দেশ করে যে অর্থনীতি কখনোই অন্যায়ের উপর দাঁড়াতে পারে না। ব্যবসায়িক লেনদেন, সম্পদের বণ্টন, মুনাফার নীতি— সবই ন্যায্যতার ভিত্তিতে হওয়া আবশ্যক। সুদভিত্তিক অর্থনীতি যেখানে অন্যায়ের ভিত্তি তৈরি করে, সেখানে ইসলামী ব্যবস্থার প্রতিটি বিকল্প চুক্তির মূলে রয়েছে ন্যায় ও সমতা।

যাকাত ইসলামী অর্থনীতি এ ন্যায়ের অন্যতম শক্তিশালী ভিত্তি। যাকাত হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থাগত দান যা সম্পদের মলিনতা দূর করে, সমাজে সম্পদের সঠিক প্রবাহ সৃষ্টি করে এবং ধনীদের হৃদয়ে দরিদ্রের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। যাকাতের নির্দেশ কুরআনে বহু স্থানে এসেছে। আল্লাহ তাআলা যাকাতের প্রাপকদের সম্পর্কে বলেন—

সূরা আত-তাউবা — আয়াত ৬০

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... وَالْغَارِمِينَ ﴾

বাংলা অনুবাদ: "যাকাত তো গরিব, মিসকিন... এবং ঋণগ্রস্তদের জন্য।"

উদ্ধৃত অংশ: "وَالْغَارِمِينَ"

এই আয়াতে যাকাতের অন্যতম লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে উঠে— ঋণগ্রস্ত মানুষকে মুক্ত করা। সুদের কারণে যে মানুষ ঋণের জালে বন্দী হয়, ইসলামী অর্থনীতি প্রথমেই সেই মানুষকে মুক্ত করার নির্দেশ দেয়। এর মাধ্যমে ইসলাম মানুষকে দাসত্বমুক্ত করে, আর্থিক সংকট থেকে উদ্ধার করে, এবং সমাজে পুনরায় স্বাভাবিক অর্থনৈতিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

ইসলামী অর্থনীতির আরেক শক্তিশালী স্তম্ভ হলো ওয়াকফ। ওয়াকফ হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় স্থায়ীভাবে সম্পদ উৎসর্গ করা, যাতে সমাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবিক সেবা, পশুপাখির কল্যাণসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলিম সভ্যতা পৃথিবীর সবচেয়ে অগ্রসর শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা তৈরি করেছে। বিশ্বে প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বের প্রথম জনহিতকর হাসপাতাল, প্রথম পাবলিক লাইব্রেরি— সবই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ওয়াকফের মাধ্যমে। অর্থাৎ ওয়াকফ একদিকে যেমন দানের একটি পদ্ধতি, অন্যদিকে এটি একটি টেকসই আর্থিক কাঠামো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াকফের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন—
সহীহ মুসলিম — হাদীস **১৬৩১**

»إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ« ...

বাংলা অনুবাদ: “মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ছাড়া— যার একটি
হলো চলমান সদকা (ওয়াকফ)।”

উদ্ধৃত অংশ:

“صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ”

ওয়াকফ হলো সেই ব্যবস্থাগুলোর একটি যেটি সুদের বিকল্প হিসেবে সমাজে ইতিবাচক আর্থিক প্রবাহ তৈরি করে। সুদ যেখানে সম্পদের স্বাভাবিক প্রবাহ থামিয়ে দেয় এবং অর্থকে অল্প কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত করে, সেখানে ওয়াকফ সেই সম্পদকে পুনরায় সমাজের কল্যাণে ফিরিয়ে দেয়।

ইসলামী অর্থনীতি নবীন কোনো তত্ত্ব নয়, বরং আধুনিক যুগেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর। আজ মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, পাকিস্তান, কাতার, UAE— এসব দেশে ইসলামী অর্থনীতি জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং উন্নয়নমুখী অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলেছে। ইসলামী বন্ড (সুকুক), ইসলামিক মাইক্রোফাইন্যান্স, যাকাত ফান্ড, ওয়াকফ প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট— এসব আধুনিক মডেল ইতিমধ্যেই বৈশ্বিক অর্থনীতিতে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। যেখানে সুদভিত্তিক অর্থনীতি সংকটে পড়ে, সেখানে ইসলামী ফাইন্যান্স সংকট মোকাবেলায় সক্ষমতা দেখিয়েছে।
মাকাসিদুশ-শারিয়াহর আলোকে ইসলামী অর্থনীতির প্রতিটি চুক্তি জনকল্যাণমুখী। মুদারাবা ও মুশারাকা মানুষকে সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যবসায় অংশ নিতে উৎসাহিত করে। ইজারা উৎপাদন সরঞ্জামকে সমাজে সক্রিয় রাখে। সালাম ও ইস্তিসনা কৃষি ও শিল্পকে শক্তিশালী করে। ওয়াকফ ও যাকাত সামাজিক নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করে। কুরআন-সুন্নাহর ন্যায়বিচারভিত্তিক নীতিমালায় দাঁড়ানো এসব চুক্তির লক্ষ্য হলো উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস, শোষণমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা, এবং সম্পদকে মৃতপদার্থে পরিণত না করে সমাজে প্রবাহমান রাখা।

এই কারণে ইসলামী অর্থনীতির বিকল্প মডেল কোনো তত্ত্বগত ধারণা নয়— এটি মানুষের জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে কর্মক্ষম ও ন্যায্য একটি বাস্তব ব্যবস্থা। যখন পৃথিবী মন্দার মধ্যে পড়ে, যখন সুদভিত্তিক অর্থনীতির সংকট মানুষকে বিপর্যস্ত করে, তখন ইসলামী অর্থনীতি উৎপাদন, সততা, সহযোগিতা এবং মানবিকতার শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে স্থিতিশীলতার বার্তা দেয়।

অধ্যায় ৫: রেফারেন্স তালিকা

১. Mufti Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, Chapters 3–5.

২. আর রিবা — অধ্যায়: ইসলামী বিকল্প ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ১২–১৮।

৩. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায়নীতি — অধ্যায়: ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূলনীতি, আধুনিক অর্থনৈতিক বৈষম্য।

৪. ইসলাম ও পারিবারিক জীবন — অধ্যায়: হালাল জীবিকা ও দায়িত্ব, সামাজিক ন্যায়।

৫. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা ২:২৭৫; সূরা হাদীদ ৫৭:২৫; সূরা আত-তৌবা ৯:৬০।

৬. সহীহ মুসলিম — হাদীস ১৫৯৮; হাদীস ১৬০৪; হাদীস ১৬৩১ (Sunnah.com)।

৭. Meezan Bank — Annual Shariah Compliance Report.

৮. Dubai Islamic Bank — Shariah Governance Report.

৯. Al Rajhi Bank — Shariah Compliance Framework.

অধ্যায় ৬: সুদের ক্ষতিকর প্রভাব

সুদ এমন একটি আর্থিক প্রথা, যা ইতিহাসের প্রতিটি যুগে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনে ভয়াবহ ক্ষতি ডেকে এনেছে। সুদ অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে, সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং মানুষের চরিত্র নষ্ট করে দেয়। ইসলামী অর্থনীতি যে কারণেই সুদকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে, তা শুধু একটি ধর্মীয় বিধান নয়; বরং এটি গভীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সুদের প্রভাব আধুনিক অর্থনীতিতে এতটাই বিস্তৃত যে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বৈশ্বিক পর্যায়—সব স্থানেই এর প্রতিক্রিয়া তীব্রভাবে দেখা যায়। ইসলাম এই শোষণমূলক ব্যবস্থাকে নির্মূল করার জন্য সুদকে হারাম ঘোষণা করে একটি ন্যায়বিচারপূর্ণ, মানবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে।
আল্লাহ তাআলা কুরআনে সুদ সম্পর্কে কঠোর ভাষায় বলেছেন, যা মানবসমাজে অন্যায়ের শিকড় কেটে ফেলার জন্য এক সুস্পষ্ট কঠোরতা।

তিনি বলেন—

সূরা আল-বাকারা — আয়াত ২৭৫
﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

বাংলা অনুবাদ: যারা সুদ খায় তারা দন্ডায়মান হবে কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান ছুঁয়ে পাগল করে দেয়। কারণ তারা বলে, ব্যবসাও তো সুদের মতো। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।

উদ্ধৃত অংশ:

" وَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا"

এই আয়াতে সুদের স্বভাবগত দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। সুদ মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে, সমাজে অন্যায়কে বৈধতা দেয় এবং মানুষকে অসংযত ও অবিবেচক আচরণে অভ্যস্ত করে তোলে।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন—

সূরা আল-বাকারা — আয়াত ২৭৬

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾

বাংলা অনুবাদ: আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন।
উদ্ধৃত অংশ:

" يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا"

এই আয়তের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, সুদ প্রকৃত অর্থনীতিকে ধ্বংস করে এবং অর্থের বাস্তব উৎপাদনশীলতা নষ্ট করে দেয়। সুদের কারণে অর্থ সঞ্চিত হয়, উৎপাদনে প্রবেশ করে না, ফলে সমাজে দারিদ্র্য বাড়ে এবং পুঁজির স্বাভাবিক গতি কমে যায়। অন্যদিকে দান বা সদকা অর্থনীতিতে প্রকৃত জীবন প্রবাহ সৃষ্টি করে, যা সমাজে সম্পদ বণ্টনকে ন্যায়সঙ্গত করে তোলে।

এরপর আরো কঠোর সতর্কতা এসেছে—
সূরা আল-বাকারা — আয়াত ২৭৯

﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾

বাংলা অনুবাদ: যদি তোমরা সুদ ত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও।

উদ্ধৃত অংশ: "فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ"

এটি ইসলামী শরীয়াহর সবচেয়ে কঠোর ঘোষণাগুলোর একটি। কোনো অন্য হারাম বিষয়ে এভাবে "আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ" ঘোষণার কথা কুরআনে নেই। কারণ সুদ একটি কাঠামোগত অপরাধ, যা সমাজকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদ সম্পর্কে অত্যন্ত কড়াভাবে সতর্ক করে বলেছেন—
সহীহ মুসলিম — হাদীস ১৫৯৮

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ»

বাংলা অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, দলিল লিখনকারী এবং সাক্ষী—সবার উপর লানত করেছেন এবং বলেছেন তারা সবাই সমান অপরাধী।
উদ্ধৃত অংশ

" :هُمْ سَوَاءٌ"

ইসলাম সুদকে এত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে কারণ এর ক্ষতি কেবল অর্থনৈতিক নয়; বরং নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং মানবিক প্রতিটি স্তরে গভীর দাগ রেখে যায়।

সুদ ব্যক্তিগত জীবনে প্রথম যে ক্ষতি করে তা হলো মানসিক অস্থিরতা। একজন ঋণগ্রস্ত মানুষ তার মাসিক আয়ের বড় অংশ সুদ পরিশোধে ব্যয় করতে বাধ্য হয়। এর ফলে তার স্বাভাবিক জীবনের প্রয়োজনগুলি পূরণে সংকট সৃষ্টি হয়। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, হতাশা এবং অস্বস্তি তার জীবনের অংশ হয়ে যায়। সুদের বোঝা একজন মানুষকে নিজের পরিবারের প্রতি দায়িত্বে ব্যর্থ করে তোলে। তিনি যত বেশি ঋণ পরিশোধ করেন, ঋণের পাহাড় ততই বাড়তে থাকে। জীবনে আর্থিক অস্থিরতা তার পারিবারিক সম্পর্কগুলোও দুর্বল করে দেয়।
পরিবার সুদের কারণে সবচেয়ে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর্থিক সংকট দাম্পত্য জীবনের শান্তি নষ্ট করে দেয়। স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালন কঠিন হয়ে পড়ে, সন্তানদের শিক্ষা ব্যাহত হয়। পরিবারে অশান্তি ও বিরোধ বৃদ্ধি পায়। সামাজিক গবেষণায় দেখা গেছে, ঋণগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে কলহ ও ভাঙনের হার ঋণমুক্ত পরিবারের তুলনায় বহু বেশি। সুদ পরিবারের ভেতরে স্থায়ী দুর্বলতা সৃষ্টি করে, যার কারণে প্রজন্ম পর প্রজন্ম দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হতে পারে না।

সুদ সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে। ধনীরা সুদ খেয়ে আরও ধনী হয়, আর দরিদ্ররা ঋণের বোঝা বইতে বইতে চিরদরিদ্র হয়ে পড়ে। সুদ এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ধনীরা তাদের পুঁজি ব্যাংকে জমা রেখে বিনা পরিশ্রমে লভ্যাংশ লাভ করে; অথচ একই ব্যাংক সেই অর্থ দরিদ্রদের ঋণ হিসাবে দিয়ে তাদের উপর সুদের বোঝা চাপায়। ফলে একদিকে পুঁজি জমা হয়, অন্যদিকে দারিদ্র্য বাড়তে থাকে। এটি একটি বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক কাঠামো, যা সমাজের ন্যায়নীতিকে ধ্বংস করে।

মানুষ যখন বাস্তব উৎপাদনের বদলে সুদের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং উদ্যোক্তারা ঝুঁকি নিতে ভয় পায়। এর ফলে নতুন ব্যবসার সংখ্যা কমে যায়, বাজারে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয় এবং কর্মসংস্থান কমে যায়।

সুদ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে। যখন ঋণ পরিশোধের চাপ পণ্যের দামে যোগ হয়, তখন বাজারে মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। ঋণগ্রহীতারা তাদের লোনের সুদের বোঝা ভোক্তাদের উপর চাপিয়ে দেয়। এর ফলে বাজার অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদে দুর্বল হয়ে পড়ে। ২০০৮ সালের গ্লোবাল আর্থিক সংকটসহ ইতিহাসের অনেক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মূলেই রয়েছে সুদভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার ঝুঁকি।

দারিদ্র্য সুদের সরাসরি ফল। মানুষ যখন সুদে ঋণ নেয়, তখন সে মূলধনের সমানই নয়, বরং বহুগুণ বেশি পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। এতে দরিদ্রের সম্পদ ধনীদের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বাড়তে থাকে। সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সমাজে চুরি, ডাকাতি, দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, মানব পাচার—এসব অপরাধ বাড়তে থাকে।
সুদের সবচেয়ে গভীর ক্ষতি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। সুদ মানুষের অন্তর থেকে সহমর্মিতা, সহযোগিতা এবং রহমতকে মুছে দেয়। সুদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে কোনো পরিশ্রম, উৎপাদন বা ঝুঁকি নেই। এতে মানুষ লোভী হয়ে ওঠে। অন্যের কষ্টার্জিত অর্থ নিজের করে নেওয়ার অভ্যাস মানুষকে অহংকারী বানায়। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুদ হৃদয়কে কঠোর করে দেয়। এই কারণে কুরআনে সুদখোর মানুষের অবস্থা শয়তানগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

রেফারেন্স তালিকা — অধ্যায় ৬

১. আর রিবা — পৃষ্ঠা ১২–১৮।
২. Mufti Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, Chapters 1–2.
৩. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায়নীতি — সুদের ক্ষতি সম্পর্কিত অধ্যায়।
৪. ইসলাম ও পারিবারিক জীবন — অধ্যায়: সামাজিক দায়িত্ব ও অর্থনৈতিক ন্যায়।

৫. আল-কুরআন — সূরা আল-বাকারা ২:২৭৫–২৭৯।
৬. সহীহ মুসলিম — হাদীস ১৫৯৮ (Sunnah.com)।

অধ্যায় ৮: ইসলামী অর্থনীতির ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ মডেল

ইসলামী অর্থনীতি মানবসমাজে ন্যায়, সাম্য এবং ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার একটি পরিপূর্ণ কাঠামো। এটি কেবল একটি আর্থিক ব্যবস্থা নয়; বরং এটি মানুষের চিন্তা, আচরণ, লেনদেন ও সামাজিক সম্পর্ককে নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে তোলে। আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল সংকট হলো অবিচার, বৈষম্য, সুদনির্ভরতা এবং সম্পদের অস্বাভাবিক কেন্দ্রীভবন। ইসলাম এই সংকটের প্রতিকারে যে বিকল্প প্রদান করেছে তা মানবসভ্যতার জন্য একটি পরিপূর্ণ মুক্তির মডেল— ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজব্যবস্থা।
ইসলাম অর্থনৈতিক কাঠামোর মূলভিত্তিতে ন্যায়বিচার স্থাপন করেছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

সূরা আন-নাহল — আয়াত ৯০

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾
বাংলা অনুবাদ: “নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচার, উত্তম আচরণ ও দানশীলতার নির্দেশ দেন।”

উদ্ধৃত অংশ

“ :يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ”

এই নির্দেশ অর্থনৈতিক সম্পর্কেও সমানভাবে কার্যকর। কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ন্যায়বিচার ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। ইসলাম ব্যক্তি, পরিবার, ব্যবসায়ী, রাষ্ট্র— সকল স্তরে ন্যায় বজায় রাখতে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে।

ইসলামে সম্পদের মালিকানা মূলত আল্লাহর। মানুষ কেবল পৃথিবীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। তাই সম্পদ অপচয়, শোষণ, একচেটিয়া দখল, সুদখোরি—এসব সবই ইসলামের নির্দেশনার বিরোধী। ইসলামের লক্ষ্য হলো সম্পদ এমনভাবে পরিচালিত করা, যাতে সমাজের প্রতিটি শ্রেণি—ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র—সকলেই সুফল ভোগ করে এবং প্রতিটি মানুষের জীবনে ন্যূনতম অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থাকে।

এই সমাজ মডেলে সম্পদের প্রবাহই মূল বিষয়। ইসলাম সম্পদকে স্থবির রাখতে নিষেধ করেছে, কারণ স্থবির সম্পদ সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

সূরা আল-হাশর — আয়াত ৭

﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾

বাংলা অনুবাদ: “যাতে সম্পদ তোমাদের ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে।”

উদ্ধৃত অংশ:

“ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ”

এই নীতি আধুনিক অর্থনীতির সবচেয়ে বড় সংকট—ধনী-দরিদ্র বৈষম্যের সমাধান। ইসলাম চায় সম্পদ পুরো সমাজে প্রবাহিত হোক, শুধু কিছু হাতেই জমা না হোক। এজন্য ইসলাম সুদ নিষিদ্ধ করেছে, যাকাতকে বাধ্যতামূলক করেছে, এবং দান-সদকা, ওয়াকফ, ইনফাককে উৎসাহিত করেছে।

ইসলামী সমাজ মডেলের অন্যতম ভিত্তি হলো উৎপাদন। ইসলাম নিষ্ক্রিয় অর্থনীতিকে সমর্থন করে না। সুদভিত্তিক ব্যবস্থা অর্থকে ব্যাংকে আটকে রেখে সমাজকে অক্ষম করে, কিন্তু ইসলাম চায় অর্থ বাজারে প্রবাহিত হোক, শ্রম সৃষ্টি হোক, উৎপাদন বাড়ুক, এবং সমাজে কল্যাণমূলক ফলাফল আসুক। এ কারণে ইসলাম অনুমোদন দিয়েছে অংশীদারিত্বভিত্তিক ব্যবসা, বাস্তব সম্পদের লেনদেন, ন্যায্য বাণিজ্য, স্বচ্ছ চুক্তি, এবং ঝুঁকি ভাগাভাগির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবাহ তৈরির।

ইসলামের ন্যায়ভিত্তিক সমাজ মডেলের পরবর্তী স্তম্ভ হলো মানবিক দায়িত্ববোধ। সম্পদ শুধু ভোগের জন্য নয়; বরং সমাজে শান্তি ও সহযোগিতা গড়ার মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

সহীহ মুসলিম

«خَيْرُ النَّاسِ أَنفَعُهُمْ لِلنَّاسِ»

বাংলা অনুবাদ: "মানুষের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ, যে মানুষের উপকারে আসে।"

উদ্ধৃত অংশ:

" أَنفَعُهُمْ لِلنَّاسِ"

এখানে অর্থনৈতিক নীতির মূল উদ্দেশ্য পরিষ্কার— সমাজকল্যাণ। ব্যবসা লাভের জন্য নয়; বরং সমাজে উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য। ধনীর দায়িত্ব দরিদ্রকে উন্নীত করা, উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভারসাম্য রক্ষা করা।

ইসলামী সমাজ মডেলে করুণার ভূমিকা অপরিসীম। সুদনির্ভর অর্থনীতি কঠিন; সেখানে করুণা নেই, বরং দায়বদ্ধতা নেই। কিন্তু ইসলামের অর্থনীতি মানুষকে সহযোগিতা করতে শিক্ষা দেয়—হাসানুল কদা বা সুন্দরভাবে ঋণ দেওয়া, ঋণ মওকুফ করা, দান করা, এবং দুর্বলকে সহায়তা করা। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

সূরা আল-বাকারা — আয়াত ২৮০

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾

বাংলা অনুবাদ: "যদি ঋণগ্রহীতা কষ্টে থাকে, তবে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাকে সময় দাও।"

উদ্ধৃত অংশ:

"فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ"

এই নির্দেশ বর্তমান বিশ্বে অভাবনীয়। ইসলামী সমাজে কেউ দারিদ্র্যের কারণে অপমানিত হতে পারে না। বরং সমাজের দায়িত্ব হলো তাকে উন্নীত করা।

ইসলামী অর্থনীতিতে করপোরেট দায়িত্বও অত্যন্ত শক্তিশালী। ব্যবসা হলো ইবাদত—এই ধারণা একজন উদ্যোক্তাকে নৈতিকভাবে পরিচালিত করে। কারো প্রতি প্রতারণা করা, পণ্যের ত্রুটি গোপন করা, অতিরিক্ত মুনাফা নেওয়া—এসব সবই ইসলামে হারাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—
সহীহ মুসলিম

«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»

বাংলা অনুবাদ: "যে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

উদ্ধৃত অংশ:

"فَلَيْسَ مِنَّا"

একটি নির্মম পুঁজিবাদী বাজারে এই নীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা সমাজকে নৈতিক উৎকর্ষে উন্নীত করে।

ইসলামী সমাজ মডেলের আরেকটি মৌলিক উপাদান হলো সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো। যাকাত হলো ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের হৃদয়। যাকাতের উদ্দেশ্য কেবল দান নয়; বরং এটি অর্থনৈতিক পুনর্বণ্টন, সম্পদের পুনঃপ্রবাহ এবং সমাজের দুর্বল শ্রেণিকে শক্তিশালী করার মাধ্যম। ওয়াকফ দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নপ্রকল্প তৈরি করে—হাসপাতাল, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তা, পানি, কৃষি— সবকিছুই ইতিহাসে ওয়াকফের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। শত শত বছর ধরে মুসলিম সমাজের সংস্কৃতি, শিক্ষা ও চিকিৎসা এই ওয়াকফ-ভিত্তিক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে ছিল।

পরিশেষে বলা যায়—ইসলাম যে অর্থনৈতিক মডেল উপস্থাপন করেছে তা কেবল ধর্মীয় আদেশ নয়; বরং মানব কল্যাণের সবচেয়ে সফল বাস্তব রূপ। ন্যায়বিচার, সম্পদের ভারসাম্য, উৎপাদন, করুণা, সহযোগিতা, নৈতিকতা, সামাজিক দায়িত্ব—

সবকিছু মিলিয়ে ইসলামী অর্থনীতি মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য একটি আদর্শ সমাজ মডেল উপস্থাপন করে। সুদমুক্ত অর্থনীতি এই মডেলের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু।

আজকের পৃথিবীর বৈষম্য, দরিদ্রতা, বেকারত্ব, সামাজিক অস্থিরতা, ঋণের বোঝা, অর্থনৈতিক সংকট—এসব সমস্যার সমাধান ইসলাম বহু আগে ঘোষণা করেছে। কুরআন শিক্ষা দিয়েছে—সম্পদ যেন একদল মানুষের হাতে বন্দি না থাকে। হাদীস শিক্ষা দিয়েছে—মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়াই সর্বোত্তম পথ। এই দুই নীতিই সুদমুক্ত, ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি।

রেফারেন্স তালিকা — অধ্যায় ৮

১. আল-কুরআন: সূরা আন-নাহল ১৬:৯০; সূরা আল-হাশর ৫৯:৭; সূরা আল-বাকারা ২:২৮০

২. সহীহ মুসলিম — হাদীস: ১৫৯৮, হাদীস: "خَيْرُ النَّاسِ أَنفَعُهُمْ لِلنَّاسِ", হাদীস: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا"

৩. Mufti Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*

৪. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায়নীতি — ন্যায়বিচার ও সম্পদ বণ্টন অধ্যায়

৫. আর রিবা — সম্পদের প্রবাহ ও ন্যায়নীতি অধ্যায়

অধ্যায় ৯ : উপসংহার ও সামগ্রিক বিশ্লেষণ

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন মানুষকে ন্যায়, ভারসাম্য, সহযোগিতা এবং মানবকল্যাণের পথে পরিচালিত করে। এই গবেষণার প্রতিটি অধ্যায় আমাদের দেখিয়েছে যে ব্যবসা, বাণিজ্য, শ্রম, সম্পদ এবং অর্থনৈতিক প্রবাহ—সবই ইসলামে গভীর নৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। ইসলাম যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপস্থাপন করে তা অন্যায় ও শোষণমুক্ত একটি সমাজ গড়তে সক্ষম। এর বিপরীতে সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো ধীরে ধীরে মানবসভ্যতার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। ব্যক্তিগত সংকট থেকে শুরু করে পারিবারিক অস্থিরতা, সামাজিক বৈষম্য, রাষ্ট্রীয় অস্থিতিশীলতা এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়— সবকিছুর মূলেই রয়েছে সুদের শিকল। এই উপসংহার অধ্যায়ে পুরো গবেষণার সারমর্ম, ইসলামের মৌলিক অর্থনৈতিক চেতনা, সমসাময়িক সংকটের বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের পথ নির্দেশনা একত্রে উপস্থাপন করা হলো।

ইসলাম ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করেছে কারণ ব্যবসা মানুষের শ্রম, দক্ষতা ও উৎপাদনের ফল। ব্যবসা উৎপাদন এবং শ্রমের মাধ্যমে নতুন সম্পদ সৃষ্টি করে। এতে সমাজের মানুষ উপকৃত হয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, সম্পদ প্রবাহিত হয় এবং মানবকল্যাণ নিশ্চিত হয়। কিন্তু সুদ এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে সম্পদ বাস্তব উৎপাদনে না গিয়েও বৃদ্ধি পায়। সুদে নেই শ্রম, নেই ঝুঁকি, নেই মালিকানা। সুদ প্রকৃত অর্থেই একটি অন্যায় দাবি—এটি মানবিক নীতি এবং স্বাভাবিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা সুদের বিষয়ে বলেন—
সূরা আল-বাকারা — আয়াত ২৭৬

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾

বাংলা অনুবাদ: “আল্লাহ সুদকে বিনষ্ট করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন।”
উদ্ধৃত অংশ

“ :يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا”

এই আয়াত অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। সুদ সমাজে সম্পদকে একটি জায়গায় স্থির করে দেয়, ফলে অর্থনীতির স্বাভাবিক গতি কমে যায়। সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ধনী আরও ধনী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সদকা ও যাকাত সম্পদের প্রবাহ সৃষ্টি করে, যা দারিদ্র্য দূর করে।

এই সুদভিত্তিক কাঠামো যখন সমাজে বিস্তার লাভ করে, তখন পরিবার ভেঙে পড়ে, ব্যক্তির জীবনে শান্তি নষ্ট হয়, মনুষ্যত্বে ধ্বস নামে। আর যখন রাষ্ট্র সুদের উপর নির্ভরশীল হয়, তখন অর্থনীতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, সামাজিক অশান্তি—সবই সুদভিত্তিক অর্থনীতির প্রত্যক্ষ ফল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
সহীহ মুসলিম — হাদীস ১৫৯৮

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا ... وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ»

বাংলা অনুবাদ: “রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, লেখক ও সাক্ষীদের উপর লানত করেছেন এবং বলেছেন তারা সবাই সমান অপরাধী।”

উদ্ধৃত অংশ

“ :هُمْ سَوَاءٌ”

এই হাদীস ইসলামি সমাজব্যবস্থার অবস্থান স্পষ্ট করে—সুদ শুধু অর্থনৈতিক অপরাধ নয়, এটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অপরাধও। এমন অপরাধ যা সমাজকে ভিতর থেকে ধ্বংস করে দেয়।

ইসলামী অর্থনীতি এর বিপরীত একটি কাঠামো উপস্থাপন করে, যা ন্যায়, সততা, মানবিকতা এবং সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। এই গবেষণার মধ্য দিয়ে দেখা গেছে যে ইসলামী আর্থিক চুক্তি—মুদারাবা, মুশারাকা, ইজারা, সালাম, ইস্তিসনা—সবই উৎপাদনমুখী এবং পরিশ্রমনির্ভর। এসব চুক্তিতে লাভ ও ক্ষতি উভয়ই ভাগাভাগি হয়। কোনো পক্ষ অন্য পক্ষের উপর অন্যায্য দাবি করতে পারে না। এটি প্রকৃত অর্থে ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো।

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য কেবল সুদহীন লেনদেন নয়; বরং সম্পদের সঠিক বণ্টন নিশ্চিত করা। যাকাত এই ব্যবস্থাের অন্যতম কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। যাকাত সমাজের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার। যাকাত সম্পদকে সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এবং ধনী-দরিদ্র বৈষম্য কমায়। ওয়াকফ একটি দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সমাধান, যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, খাদ্য নিরাপত্তা—এসব ক্ষেত্রে অবদান রাখে। ওয়াকফ মানবিক উন্নয়নের এমন একটি মডেল যা সুদভিত্তিক অর্থনীতি কখনো দিতে পারে না।

ইসলামের ন্যায়বিচারভিত্তিক অর্থনীতি ব্যক্তি পর্যায়েও পরিবর্তন আনে। মানুষ যখন হালাল উপার্জনের গুরুত্ব বুঝতে পারে, তখন সে সততা, বিশ্বস্ততা ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করে। পরিবার হালাল আয়ের মাধ্যমে শান্তি পায়। সমাজে আস্থা তৈরি হয়। অর্থনীতিতে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়।

একটি সুদমুক্ত রাষ্ট্র গঠনের জন্য রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদেরও ইসলামি অর্থনীতির কার্যকারিতা বুঝতে হবে। রাষ্ট্র যখন শরীয়াহভিত্তিক নীতি প্রণয়ন করে— যেমন ইসলামিক ব্যাংকিং আইন, শরীয়াহ অডিট, সুদমুক্ত সঞ্চয়পত্র, সুকুক— তখন সমাজে ধীরে ধীরে সুদনির্ভরতা কমে আসে। বিশ্বে বহু দেশ— যেমন সৌদি আরব, UAE, কাতার, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান— ইতোমধ্যে সুদমুক্ত আর্থিক ব্যবস্থার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

এই গবেষণার সবশেষ বার্তা হলো— ইসলামি অর্থনীতি মানবকল্যাণের পথ। সুদ সমাজকে ভেঙে দেয়, ইসলামি অর্থনীতি সমাজকে গড়ে। সুদ অন্যায় সৃষ্টি করে, ইসলামি অর্থনীতি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। সুদ বৈষম্য বাড়ায়, ইসলামি অর্থনীতি সম্পদের ভারসাম্য বজায় রাখে। সুদ মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে, ইসলাম মানবিকতা জাগ্রত করে।

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে ন্যায়বিচারের পথ দেখিয়ে বলেন—

সূরা আল-মায়িদাহ — আয়াত ৮

﴿ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾

বাংলা অনুবাদ: “ন্যায়বিচার কর—এটাই তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী।”

উদ্ধৃত অংশ:

"اعْدِلُوا"

ন্যায়ের পথই সফল সমাজের পথ। ইসলাম সেই পথকে ব্যবসা, অর্থনীতি, সম্পদ, বাণিজ্য—সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করেছে।

আজকের পৃথিবীর সংকট, অস্থিরতা, দারিদ্র্য, ঋণ-ফাঁদ, মুদ্রাস্ফীতি, বৈষম্য—সবকিছুর সমাধান ইসলাম দেওয়া নির্দেশেই নিহিত। মানুষের উন্নয়নের জন্য একটি সুদমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক, কল্যাণকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো সময়ের দাবি। এই গবেষণা সেই দাবি পুনর্ব্যক্ত করে।

এই উপসংহারের চূড়ান্ত সারমর্ম—

ব্যবসা সমাজকে গড়ে তোলে, সুদ সমাজকে ধ্বংস করে।

ন্যায় সমাজকে উন্নত করে, অন্যায় সমাজকে অবনতি ঘটায়।

ইসলামের অর্থনীতি মানবতার মুক্তির পথ।

সুদমুক্ত জীবন শুধু ধর্মীয় আদেশ নয়— এটি মানবকল্যাণের জন্য অপরিহার্য বাস্তবতা।

অধ্যায় ৯ রেফারেন্স তালিকা

১. আল-কুরআন — সূরা আল-বাকারা ২:২৭৫–২৭৯; সূরা আন-নাহল ১৬:৯০; সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৮।

২. সহীহ মুসলিম — হাদীস ১৫৯৮ (Sunnah.com)।

৩. Mufti Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance.*

৪. আর রিবা — পৃষ্ঠা ১২–১৮।

৫. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায়নীতি।

৬. ইসলাম ও পারিবারিক জীবন।